NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর জগৎ সংসার

কাউন্সিলরের আবাসনেই মধুচক্র, অভিযোগ ৫

কলকাতা ৩ নভেম্বর ২০২৩ ১৬ কার্তিক ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ১৪১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 3.11.2023, Vol.17, Issue No. 141, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপে রেকর্ড গড়ে জয় ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীলঙ্কাকে ৩০২ রানের বিশাল ব্যবধানে হারালেন রোহিত শর্মারা। ভারতের ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারল না শ্রীলঙ্কা। পয়েন্ট তালিকায় আবার শীর্ষে চলে এল ভারত। বিশ্বকাপে নতুন রেকর্ড গড়ল ভারতীয় দল। রানের ব্যবধানে এটাই বিশ্বকাপে ভারতের সব থেকে বড় জয়। এর আগে বিশ্বকাপে ভারতের সব থেকে বড় ব্যবধানে জয় ছিল বারমুডার বিরুদ্ধে। ২০০৭ সালের বিশ্বকাপে ২৫৭ রানে জিতেছিল অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড়ের ভারত। শ্রীলঙ্কা ভারতের সেমিফাইনাল যাত্রায় বিঘ্ন ঘটাবে, এমন হয়তো ভাবেননি অধিনায়ক কুশল মেন্ডিসও। তাই বলে এমন অসহায় আত্মসমর্পণ!

বিস্তারিত খেলার পাতায়

১০০ দিনের কাজের বকেয়া নিয়ে 'ভুল তথ্য' প্রচার হচ্ছে

কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১০০ দিনের কাজ নিয়ে রাজ্য-কেন্দ্র চাপানউতোর চলছেই। পুজোর পর ফের প্রাপ্য আদায়ের দাবিতে আবারও আন্দোলনের আঁচ বাড়ানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়টিতে রাজ্যপালও হস্তক্ষেপ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, কেন্দ্রের তরফে ১০০ দিনের কাজ নিয়ে তাঁকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়ে অভিযোগ তুললেন, ১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। রাজ্য সরকারের বদনাম ছড়ানোর জন্যই এমনটা চলছে।

এক্স হ্যান্ডলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, মনরেগা প্রকল্পের বকেয়া প্রাপ্তি নিয়ে ভুল তথ্য ছড়ানোর ঘটনা তাঁর চোখে পড়েছে। প্রচার চলছে, কেন্দ্র নাকি বকেয়া মিটিয়েছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল তথ্য। লাগাতার রাজ্য সরকারের তরফে তার প্রতিবাদ চলছে। কিন্তু কেন্দ্র টাকা আটকেই রেখেছে। মানুষকে বোকা বানানোর জন্য এসব অপপ্রচার চলছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি আরও লিখেছেন, 'আমরা নিজেদের অধিকারের দাবিতে সঠিক পথে আন্দোলন চালিয়ে যাব। এসব অপপ্রচারের মাঝেও আমাদের বঞ্চিত শ্রমিক-কৃষকরা নিজেদের বকেয়া আদায়ের দাবি থেকে পিছিয়ে যাবে না।'

বকেয়া মেটানোর দাবিতে গত ২ এবং ৩ অক্টোবর অভিষেকের নেতৃত্বে দিল্লিতে অভিযান করেছিল তৃণমূল। অসুস্থতার কারণে সেই কর্মসূচিতে অংশ নেননি মমতা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে না পেরে অভিষেক 'রাজভবন চলো' অভিযানের ডাক দেন। কলকাতায় ফিরে রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসেন। রাজ্যপাল সেই সময়ে কেরল-দিল্লি-উত্তরবঙ্গের মধ্যে যাতায়াত করছিলেন। প্রথমে তৃণমূলকে উত্তরবঙ্গে সময় দেন তিনি। তৃণমূলের তরফে দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র এবং রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার সেখানে গিয়েছিলেন। পরে ৯ অক্টোবর কলকাতায় রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন অভিষেকরা। রাজ্যপালের আশ্বাসে কাজ না হলে ১ নভেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে ফের পথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল তৃণমূল। গত বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মমতা জানান, ১৬ নভেম্বর নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের সভা হবে। সেই সভা থেকেই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরবর্তী রূপরেখা ঠিক করবেন তাঁরা। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সেমিফাইনাল রয়েছে ওই দিন। তাই তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, সভাটি ১৬ তারিখের পরিবর্তে ২৩ নভেম্বর হবে।

আবগারি দুর্নীতি মামলা

ইডির তলব এড়ালেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর: আবগারি দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার ইডির তরফে তাঁকে তলব করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে সকালেই জানিয়ে দেয় আপ। বিধানসভা ভোটের প্রচারে মধ্যপ্রদেশে যাবেন বলেই কেজরিওয়াল বৃহস্পতিবার ইডির সদর দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে পারেননি বলে আপের একটি সূত্রে জানানো হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, কেজরি তাঁকে তলব করার ঘটনাকে 'বেআইনি এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলেছেন। প্রসঙ্গত, বুধবার দিল্লির মন্ত্রী তথা আপ নেত্রী অতিশী অভিযোগ করেছিলেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে কেজরিকে গ্রেপ্তারের ছক কষেছে ইডি। এদিকে, বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই দিল্লির আপ সরকারের বিরুদ্ধে 'সক্রিয়তা' শুরু করে ইডি। তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয় কেজরি মন্ত্রিসভার সদস্য রাজকুমার আনন্দের বাড়ি, দপ্তর-সহ বিভিন্ন ঠিকানায়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির একটি সূত্রে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, বেআইনি আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত অভিযোগের তথ্যপ্রমাণ পেতেই দিল্লির শ্রমমন্ত্রী রাজকুমারের সিভিল লাইন্স এলাকার সরকারি আবাসন-সহ মোট ন'টি ঠিকানায় হানা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছর সত্যেন্দ্র জৈন এবং মণীশ সিসোদিয়ার গ্রেপ্তারি এবং পদত্যাগের পর কেজরি সাময়িকভাবে রাজকুমারকেই তাঁদের হাতে থাকা স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা দপ্তরের ভার দিয়েছিলেন। পরে সৌরভ ভরদ্বাজকে স্বাস্থ্য এবং অতিশীকে শিক্ষা দপ্তর দেওয়া হয়েছিল। আপ নেত্রী অতিশী বুধবার বলেছিলেন, 'আমাদের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে বিজেপি পেরে উঠছে না। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভয় পাচ্ছেন। তাই কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে কাজ লাগিয়ে আমাদের নেতাদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেলে ঢোকানো হচ্ছে।'

ইডেনের ম্যাচ ঘিরে কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তায় মোড়া হচ্ছে তিলোত্তমা। জানিয়েছেন, কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। ইতিমধ্যেই এই ম্যাচের টিকিট নিয়ে নানা রকম অভিযোগ উঠেছে। নির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের হয়েছে ময়দান থানায়। তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যে ৫৫টি টিকিট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে সাতজনকে। এই টিকিট তাঁরা কোথা থেকে কীভাবে পেয়েছেন, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপালকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে রাজভবনে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজভবনে যান তিনি। সন্ধ্যা ছটা নাগাদ রাজভবনে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। আধঘণ্টার কিছু বেশি সময় সেখানে ছিলেন। রাজভবনের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এবং বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করতে তিনি রাজ ভবনে এসেছিলেন। উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গ সফর কাটছাঁট করে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বৃহস্পতিবার কলকাতায় ফিরেছেন। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাঁকেও বৃহস্পতিবার তিনি দেখতে গিয়েছিলেন। শুক্রবার অভিজিৎ বাবু কলকাতায় আসছেন। দশমীর পর বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে রাজভবন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে মিষ্টি পাঠানো হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকেও একই ভাবে মিষ্টি পাঠানো হয় রাজভবনে। তবে এ বার মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালের মধ্যে সামনাসামনি বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় হল। প্রসঙ্গত, এর আগে গত জুলাই মাসের ২৫ তারিখও হঠাৎই রাজভবনে যেতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রাজ্যপাল বোসের সঙ্গে একাধিক বিষয়ে প্রায়ই নবান্নের সংঘাত লেগে থাকে। পুজোর আগে ১০০ দিনের কাজে কেন্দ্রের বকেয়া টাকা নিয়ে রাজভবনের সামনে ধর্নায় বসেছিলেন শাসকদল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপাল এ বিষয়ে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণের আশ্বাসও দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে সেই ইস্যুতে কেন্দ্রকে আক্রমণ করে পোস্ট করেছেন মমতা।

ভুয়ো কৃষক সংগঠন তৈরি করতে বাকিবুরের সঙ্গী ছিলেন বালু?

জানতে চায় ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিপুল পরিমাণ কালো টাকা সাদা করতে অভিনব পদ্ধতি নিয়েছিলেন রেশন দুর্নীতিতে ধৃত বাকিবুর রহমান। তৈরি করেছিলেন ভুয়ো কৃষক সংগঠন। তাঁকে সঙ্গত দিয়েছিলেন কি না প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, সেই তথ্যের খোঁজে ইডি। মন্ত্রীর বেনামে কোনও সম্পত্তি রয়েছে কি না, সেই তথ্যও জানার চেষ্টায় তদন্তকারীরা। ইডি সূত্রে খবর, রেশন বন্টন দুর্নীতির অন্যতম অভিযুক্ত বাকিবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে একটি ভুয়ো কৃষক সংগঠন তৈরি করা হয়। ওই 'ফার্মারস ফোরাম'-এ সদস্য হিসাবে ভুয়ো শস্যদানা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের নাম রাখা হয়। তাদের মাধ্যমেই শস্য কেনাবেচা হয়েছে বলে দেখানো হয়েছিল। এই পদ্ধতিতেই বিপুল পরিমাণ কালো টাকা সাদা করা হয়েছে বলে দাবি ইডির। এই ভুয়ো ফোরাম বা সংগঠন বাকিবুর রহমান নিয়ন্ত্রণ করত বলে অনেকটাই নিশ্চিত ইডির গোয়েন্দারা। এই ব্যাপারে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কতটা জানেন, সেই ব্যাপারেও ইতিমধ্যেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলেই খবর।

আপাতত কম্যান্ড হাসপাতালেই চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুর কম্যান্ড হাসপাতালে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চিকিৎসায় আপাতত নেই কোনও বাধা। সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কারোর চিকিৎসায় আপত্তি জানিয়েছিল আলিপুর কম্যান্ড হাসপাতাল। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তবে বৃহস্পতিবার আর্জিতে সায় দেয়নি আদালত। তার ফলে প্রয়োজনে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত কম্যান্ড হাসপাতালেই ধৃত মন্ত্রীর চিকিৎসা করা যাবে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদের এজলাসে এই মামলাটির শুনানি হয়। তাতে আদালতের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ইডির বক্তব্য না শুনে কম্যান্ড হাসপাতালের আর্জির পরিপ্রেক্ষিতে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব নয়। আগামী ৮ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। ওই দিনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপাতত সপ্তাহখানেক আলিপুর কম্যান্ড হাসপাতালে করা যেতে পারে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর চিকিৎসা।

শব্দবাজির উর্ধ্বসীমা নিয়ে হলফনামা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শব্দবাজির তীব্রতার উর্ধ্বসীমা ৯০ ডেসিবেল থেকে ১২৫ ডেসিবেল করার বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলায় হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, শব্দের উর্ধ্বসীমা নিয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে হলফনামা দিতে হবে। চার সপ্তাহ পরে মামলার শুনানি।

'ব্যক্তিগত' প্রশ্নে বিরক্ত মহুয়ার এথিক্স কমিটি থেকে ওয়াকআউট

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর: এথিক্স কমিটির বৈঠক থেকে ওয়াকআউট করলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। মহুয়াকে 'ব্যক্তিগত এবং অনৈতিক' প্রশ্ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু মহুয়া নন এথিক্স কমিটির বৈঠক থেকে বেরিয়ে যান বিরোধী দলের সাংসদেরাও। 'ঘুষ নিয়ে সংসদে প্রশ্ন তোলা'র অভিযোগে তৃণমূল সাংসদ মহুয়ার বক্তব্য জানার জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছিল। বৈঠকের মাঝপথে সেখান থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমকে মহুয়া বলেন, 'এটা কী ধরনের বৈঠক? ওঁরা নোংরা প্রশ্ন করছেন।' এথিক্স কমিটির তরফে একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক ভাবে মহুয়াকে দু'টি প্রশ্ন করা হয়েছে। এক, তিনি ব্যবসায়ী দর্শন হীরানন্দানিকে সংসদের লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়েছিলেন কি না? দুই, বিদেশ থেকে মোট ৪৭ বার ওই আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করা হয়েছে কি না? অন্য দিকে, মহুয়ার ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে খবর, কৃষ্ণনগরের সাংসদ এথিক্স কমিটিকে জানিয়েছেন, 'ব্যক্তিগত সম্পর্কের তিক্ততা' থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে নিজের প্রাক্তন বন্ধু জয় অনন্ত দেহাদ্রাইকে একহাত নিয়েছেন মহুয়া। সূত্রের খবর, সেই সম্পর্ক নিয়েও প্রশ্ন করা হয় মহুয়াকে। তবে বিজেপি সাংসদ ভিডি শর্মা মহুয়াকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিবর্তে অভিযোগ নিয়ে কথা বলতে বলেছেন। ব্যবসায়ী দর্শন হীরানন্দানিকে সংসদের লগ ইন আইডি দেওয়ার কথা স্বীকার করলেও 'ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন' করার কথা স্বীকার করেননি মহুয়া। উল্লেখ্য, 'ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন' বিতর্কে মহুয়ার বক্তব্য শোনার জন্য তাঁকে বৃহস্পতিবার ডেকে পাঠিয়েছিল সংসদীয় এথিক্স কমিটি। বিরোধী সাংসদদের তরফে জানানো হয়েছে, বৈঠকে 'ব্যক্তিগত এবং অনৈতিক' প্রশ্ন করা হয়েছে। বৈঠক চলাকালীনই এক সাংসদ সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংবাদমাধ্যমকে দিয়েছেন। মহুয়ার অভিযোগ, বৈঠকে তিনি গালে হাত রেখেছিলেন। তা নিয়েও 'বাজে' কথা বলা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'ওঁরা সব কিছুই ধরছিলেন। বাজে কথা বলছিলেন। ওঁরা বলেন, 'আপনার চোখে জল'। আমার চোখে কি জল? আপনারা দেখতে পারছেন?' অন্য এক বিরোধী সাংসদ বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসার প্রসঙ্গে বলেন, 'এটা অতিরিক্ত ছিল।' মহুয়াকে যে ভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে, তা নিয়ে সরব হয়েছেন বিএসপির সাংসদ দানিশ আলি। সূত্রের খবর, মহুয়া রাতে কোন হোটেলে ছিলেন, কার সঙ্গে কথা বলেছেন, এ ধরনের 'ব্যক্তিগত' বিষয়েও প্রশ্নও করা হয়েছে। 'ঘুষের বিনিময় প্রশ্ন' বিতর্কে বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ এথিক্স কমিটির সামনে হাজিরা দেন মহুয়া। কমিটি সূত্রের খবর, প্রথমে সংসদের প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের কয়েক জনের বয়ান নথিবদ্ধ করা হয়। তার পর মহুয়ার বয়ান নেওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদ-পর্বের প্রায় আড়াই ঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর একটি বিরতি হয়। তার পর আবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয় বলে জানা যায়। তখনই বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসেন মহুয়া-সহ বিরোধী সাংসদেরা।

কোনও শক্তিই বাঁচাতে পারবে না, খোঁচা দুবের

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর: লোকসভার এথিক্স কমিটির চেয়ারম্যান বিনোদ সোনকরকে লেখা মহুয়া মৈত্রের চিঠির 'ভুল' নিয়ে গত শুক্রবার কটাক্ষ করেছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার প্রশ্ন-ঘুষকাণ্ডে অভিযুক্ত মহুয়া এবং এথিক্স কমিটির বিরোধী সদস্যেরা এথিক্স কমিটির বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরে ফের খোঁচা দিলেন অভিযোগকারী বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। সেই সঙ্গে কৌশলে গোটা বিষয়টিকে জাতপাতের রাজনীতির সঙ্গেও জড়িয়ে দেওয়ায় চেষ্টা করেছেন তিনি। নিশিকান্ত বৃহস্পতিবার বলেন, 'মহুয়া আমার বিরুদ্ধে ভুল বার্তা ছড়াতে চাইছেন। বিরোধী সাংসদেরা এক জন অনগ্রসর নেতার এথিক্স কমিটির নেতৃত্ব দেওয়ায় অসন্তুষ্ট। তাই এমনটা করেছেন।' সেই সঙ্গে মহুয়া-সহ বিরোধী সাংসদদের তোলা 'ব্যক্তিগত প্রশ্ন' সংক্রান্ত অভিযোগ খারিজ করে ঝাড়খণ্ডের সাংসদ নিশিকান্তের মন্তব্য, 'দর্শন হীরানন্দানি তাঁর হলফনামায় যে অভিযোগ এনেছেন, লোকসভার এথিক্স কমিটিকে তা নিয়ে মহুয়াকে প্রশ্ন করতেই হত।' সেই সঙ্গে তিনি বলেন, 'অভিযোগের সব প্রমাণ আমি দিয়েছি। কোনও শক্তিই মহুয়াকে রক্ষা করতে পারবে না।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১১/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Biswajit Bhattacharjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bimalendu Bhattacharjee ও D. Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০১/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬৫ নং এফিডেভিট বলে Shantanu Pal S/o. Sunil Krishna Pal ও Shantanu Pal S/o. Lt. S. K. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ০১/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬৬ নং এফিডেভিট বলে Laxmikanta Patra S/o. Ajitkumar Patra ও Lakshmi Patra S/o. A. K. Patra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৪৫০ নং এফিডেভিট বলে Samaresh Pal ও Samaresh J Pal S/o. Jagabandhu Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Riya Mukherjee W/O Shantanu Mukherjee R/O 41/73 K C Sen Road Rishra PO Morepukur PS Rishra Hooghly 712250, Vide Affidavit (No-209) Dated 17/10/2023 in the court of ser-ampore Notary Public, Serampore Court, declare that Riya Ash and Riya Mukherjee both are same and one identical person.

নাম-পদবী

গত ০২/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১০১০ নং এফিডেভিট বলে Ajoy Ghosh S/o. Jadab Chandra Ghosh ও Dr. Ajoy Ghosh S/o. Y. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৪৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Subrata Saha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Surja Kumar Saha ও S. R. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০২/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬০০৬ নং এফিডেভিট বলে Saiful Alam Molla S/o. Naosher Ali Molla ও Saiful Alam Mallah S/o. Lt. N. A. Mollah সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৪৪৮ নং এফিডেভিট বলে Subrata Nandi S/o. Paresh Nath Nandi ও Subrata Nandy S/o. Lt. P. Nandy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৯১ নং এফিডেভিট বলে Abdul Rashid Haldar S/o. Nurul Huda Haldar ও Abdul Rasid Halder S/o. N. H. Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ০১/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৪৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sankar Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Khokan Chandra Das ও K. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী স্থিত সিভিল জজ (নিম্ন বিভাগ) প্রথম আদালত, চন্দননগর

২০১৮ সালের ৩০ নং প্রি-এম শন মিস কেস

শ্রী স্বপন মুখার্জ্জী (বনাম) শ্রীমতী শুভ্রা মুখোপাধ্যায় দীং।

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, চন্দননগর সিভিল জজ্ (নিম্ন বিভাগ) প্রথম আদালত চন্দননগরে শ্রীমতী শুভ্রা মুখোপাধ্যায় স্বামী- ঁ বলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রী শুভেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পিতা- ঁ বলেন্দ্র মুখোপাধ্যায় উভয়ের সাং- মাতৃমন্দির আর. কে. এম. লেন, পোঃ- বৈদ্যবাটি, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২২২২ এর বিরদ্ধে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমায় উপস্থিত না হওয়ার কারনে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং প্রি-এমশন মোকর্দ্দমায় কোন ব্যক্তিগনের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে আগামী- ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বশরীরে অথবা তাহাদের নিযুক্তীয় উকিলবাবুর মারফত জ্ঞাত করিবেন, অন্যথায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমাটি এক-তরফা শুনানী হইবে।

তপশীল

ক্রমিক নং- ১, আর. এস. দাগ- ৪৮১৪, **আর. এস. খতিয়ান-** ১১৮, **শ্রেণী**-বাস্তু, **পরিমান-** ২ কাঠা, ৩ ছটাক, ২০ বর্গফুট এবং ২ ছটাক ৩৫ বর্গফুট কমন প্যাসেজ। মোট ২ কাঠা ৬ ছটাক ১০ বর্গফুট।

ক্রমিক নং- ২, আর. এস. দাগ- ৪৮২৭, **আর. এস. খতিয়ান-** ৪৭০, **শ্রেণী**-বাস্তু, **পরিমান-** ১ কাঠা, ৭ ছটাক, ৩২ বর্গফুট

মোট পরিমান- ৩ কাঠা ১৪ ছটাক ১ বর্গফুট, কমবেশী ১১৮০ বর্গফুট পাকা গৃহাদি সহ জে. এল. নং- ২১, মৌজা-গৌরহাটি, -চাঁপদানী, ভদ্রেশ্বর পৌরসভা, জেলা- হুগলী, যাহা সম্পত্তি পাকা গৃহাদি সহ বিগত ইংরাজীর ২৫/০১/২০১৭ সালের- ২১১ নং রেজিস্ট্রীকৃত সাফ বিক্রয়কোবালা দ্বারা বাধিত

উকিলবাবু
ভাস্বতী রিভস্

স্বা/- সৌমেন ঘোষল
সেরেস্তাদার,
সিভিল জজ (নিম্ন বিভাগ)
প্রথম আদালত, চন্দননগর
হুগলী, তাং- ১৬/৯/২৩

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত। চন্দননগর হুগলী

এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ২৭ /২৩

দরখাস্তকারী- দেবব্রত কর পিতা মৃত বিধুভূষণ কর, সাং ৪/এ নং কোয়াটার, ২২ নং স্ট্রীট, সেক্টর ৪, ডি.টি.সি ভাইলাই -১, পোঃ ভাইলাই ছত্রিশ গড়, জেলা দুর্গ, পিন- ৪৯০০০১ এবং বর্তমান সাং সত্যপীড়তলা বাইলেন, ১, কলুপুকুর, পোঃ ও থানা চন্দননগর জেলা হুগলী, পিন- ৭১২১৩৬।

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, বিধুভূষন কর ওরফে 'বিন্দুভূষন কর গত ইং ১/৮/১৯৮৪ তারিখে এবং তাহার স্ত্রী খুকুরানী কর গত ইং ২৭/১১/২০১৩ তারিখে পরলোক গমন করেন। বিধুভূষণ কর ওঃ বিন্দুভূষন কর তাহার জীবদ্দশায় BATA INDIA LIMITED " at 30, Shakespeare Sarani, Calcutta- 700017, যাহার Folio No- 0028996, certificate No- 736329, Distinctive Nos- 128481625 to 128481968 @ Rs. 10/- each– 344 টি - শেয়ার সার্টিফিকেট যাহার মার্কেট ভ্যালু, ৪, ৮৫, ৩৮৪ টাকার উপর সাকসেশন পাইবার নির্মিত্ত আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

এ্যাডভোকেট
রমেশ তেওয়ারী
চন্দননগর আদালত।

স্বা/- সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট
আদালত, ২৬/০৯/২৩

বিক্রয়

তেমাথা স্বপ্নাবাজার এলাকায় সাউথ পয়েন্ট এ্যাপার্টমেন্টের নীচে একটি দোকানঘর বিক্রয় আছে যাহার কার্পেট এরিয়া ১১৮ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট এরিয়া ১৫২ বর্গফুট, স্থানীয় কেহ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হলে ৯৮৩১০১৯৫৯৫ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

E-Tender

E- Tender invited by the Prodhan, Betai -I Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity), P.O- Betai, Nadia. NIT NO. 04/SBM(G)(1)2023-24/BT-I/2e. Last date of submission 17.11.2023 up to 10a.m. For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd- Prodhan,
Betai -I Gram Panchayat.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

রাজ্যের কোষাগারের টাকা খরচে স্বচ্ছতা আনতে নতুন বিধিনিষেধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের কোষাগারের টাকা খরচের ক্ষেত্রে আরও শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা আনতে অর্থ কমিশনের টাকা খরচ করার বিষয়ে বেশ কিছু নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। পঞ্চম রাজ্য অর্থ কমিশনের দেওয়া প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা খরচের ক্ষেত্রে এই নতুন নিয়ম কার্যকর করা হবে। পঞ্চম অর্থ কমিশনের ওই বরাদ্দ অর্থ কীভাবে এবং কোথায় খরচ করা যাবে তাও তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সম্প্রতি এবিষয়ে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেখানে রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ 'টায়েড' এবং 'আনটায়েড' দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

বলা হয়েছে, নির্ধারিত খাতের টাকা কোনওভাবেই অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে না। জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্মের জন্যই এই টাকা দেওয়া হবে। গাইডলাইনে বলা হয়েছে, পর্যটনের উন্নয়নে গ্রামে ইকো ট্যুরিজিম পার্ক, মডেল ভিলেজ এবং হোম স্টে তৈরির কাজে ওই তহবিলের টাকা ব্যবহার করা যাবে । সৌর বিদ্যুত প্রকল্প , পুকুর ও জলাশয় খনন, বাজার তৈরি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র তৈরির মতো স্থায়ী সম্পদ তৈরির কাজে টায়েড ফান্ডের টাকা ব্যবহার করা যাবে। অন্যদিকে, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ নারী ও শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী আনটায়েড তহবিলের টাকা খরচ করা যাবে বলে জানানো হয়েছে।

কমিশনের অর্থ কীভাবে এবং কতটা খরচ করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ভাবে তার ওপর নজরদারি চালানো হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। পঞ্চায়েত গুলিকে প্রতি তিনমাসের খরচের রিপোর্ট পঞ্চায়েত দপ্তরকে পাঠাতে হবে। রিপোর্ট সন্তোষজনক হলে তবেই পরবর্তী পর্যায়ের বরাদ্দ মিলবে। পঞ্চায়েতের টাকা খরচের ক্ষেত্রে রাজ্যে 'অনিয়ম' বাড়ছে, কেন্দ্রের তরফে বারবার এই অভিযোগ খাড়া করা হচ্ছে। আর সেই অভিযোগকে অজুহত বানিয়ে রাজ্যের বকেয়া আটকে রাখার নিত্যনতুন ফিকির খোঁজা চলছে। সেই আবর্তেই ফিনান্স কমিশনের টাকা খরচের ক্ষেত্রে রাজ্যের এই কঠোর অবস্থান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সাংসদ তহবিলের অর্থে গারুলিয়ায় পিস হেভেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রিয়জনের শেষ বিদায় বেলায় মৃতদেহ সংরক্ষনের জন্য পিস হেভেন না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষজনকে। এবার সেই সমস্যা দূর হতে চলেছে গারুলিয়ায়। ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংয়ের সাংসদ তহবিলের অর্থে গারুলিয়া পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রত্নেশ্বর শ্মশান ঘাটের পাশে গড়ে উঠবে পিস হেভেন অর্থাৎ শান্তির স্বর্গ। বৃহস্পতিবার মৃতদেহ সংরক্ষিত রাখার জন্য পিস হেভেনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন সাংসদ অর্জুন সিং। সাংসদ ছাড়াও এদিন হাজির ছিলেন গারুলিয়ার পুরপ্রধান রমেন দাস, উপ-পুরপ্রধান অশোক সিং, সিআইসি গৌতম বসু-সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, পিস হেভেন তৈরির জন্য তাঁর সাংসদ তহবিলের ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আর ডানবার মিলের কুলি লাইনের বেহাল রাস্তাগুলো সংস্কারের জন্য আরও ৯৮ লক্ষ টাকা তিনি বরাদ্দ করেছেন।

জুটমিলে ঠিকাদারি প্রথা বন্ধ হওয়া উচিত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জুটমিলে ঠিকাদারি প্রথা বন্ধ হওয়া উচিত। জুটমিলের সমস্যা নিয়ে এমনটাই বললেন শ্রমিক নেতা তথা ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, শ্রমিক মালিক কাজিয়ার জেরে বুধবার সকাল থেকে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিলে। কাজের চাপ বাড়ানোর প্রতিবাদ জানিয়ে ওইদিন কর্মবিরতি পালনের ডাক দিয়েছিল মিলের উইন্ডিং বিভাগের শ্রমিকরা। ফলে মিলের অন্যান্য বিভাগেও এর প্রভাব পড়ে। ওইদিন রাতেই মিল গেটে টেম্পোরারি সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস ঝুলিয়ে দেয় মালিকপক্ষ। মিল বন্ধের বিষয়ে শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'ওই মিলে শ্রমিকদের ওপর কাজের চাপ বাড়ানো হচ্ছে। তাছাড়া মালিকপক্ষ পুরো ঠিকা শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করাতে চাইছে। এইজন্য মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের

ক্ষোভ জন্মেছে।' সাংসদের দাবি, জুটমিলগুলোতে ঠিকাদারি রাজ বন্ধ হওয়া উচিত। ঠিকাদারি রাজ বন্ধ হলে মিল ভালোভাবে চলবে। প্রসঙ্গত, শ্রমিকদের ওপর কাজের চাপ বাড়ানোর অভিযোগ ঘিরে গত ১৭ সেপ্টেম্বর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিল। অবশেষে জট কাটিয়ে ফের ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে মিলে উৎপাদন চালু হয়। কিন্তু পয়লা নভেম্বর ফের সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। যদিও মিল কর্তৃপক্ষ সাময়িক বন্ধের নোটিসে উল্লেখ করেছে, উইন্ডিং বিভাগের শ্রমিকরা বেআইনিভাবে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকী ওই বিভাগের শ্রমিকরা সিকিউরিটি ম্যানেজার ও সিকিউরিটি গার্ডকে মারধর করেছে। তবে মিল বন্ধের জেরে উত্তেজনা থাকায় র‍্যাফ-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছে ওই চত্বরে।

এখনই যান নিয়ন্ত্রণ নয় বিদ্যাসাগর সেতুতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এখনই যান নিয়ন্ত্রণ নয়, বিদ্যাসাগর সেতুতে। কথা ছিল ১ নভেম্বর অর্থাৎ বুধবার থেকে বিদ্যাসাগর সেতু বা দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে যান নিয়ন্ত্রণ করার কথা ছিল। আর এই বিদ্যাসাগর সেতুর মেরামতির কাজের জন্য যান নিয়ন্ত্রণের কথা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছিল পুলিশের তরফে। সেতুর কেবল তার সহ একাধিক জায়গায় মেরামতির কারণেই এই যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে আগামী আট মাস এমনটাই জানানো হয়েছিল পুলিশের তরফে। কিন্তু পরে জানানো হয়, পয়লা নভেম্বর থেকে আপাতত কোনও যান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না। তবে এখনই তা লাগু হচ্ছে না বলে জানাল পুলিশ। কারণ, সেতু মেরামতির কাজের স্ট্র্যাটেজিতেও এসেছে বদল। হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশন বা এইচআরবিসির -র তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত এখনই ব্রিজ মেরামতির কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে না। প্রথমে ব্রিজের ডিভাইডার অর্থাৎ বিভাজিকা সারানো হবে। পরে শুরু হবে মূল সেতুর মেরামতির কাজ। সূত্রে খবর মিলছে, বুধবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে সেতু মেরামতির কাজ। এদিকে বুধবার তা পরিদর্শনে যান কলকাতা পুলিশের বেশ কিছু কর্তা। বিদ্যাসাগর সেতুতে কাজ চলাকালীন প্রথম দফায় হাওড়াগামী ও দ্বিতীয় দফায় কলকাতাগামী ভারী ও মাঝারি পণ্যবাহী যান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। তবে বুধবার দেখা যায় এর মধ্যে কোনওটাই হয়নি। কারণ হিসেবে জানা গিয়েছে প্রথমে ঠিক ছিল বিদ্যাসাগর সেতুর হাওড়া এবং কলকাতামুখী রাস্তায় মোট ছটি লেনের মধ্যে দু'টি দুটি করে লেন আটকে কাজ হবে। সেক্ষেত্রে বাকি চার লেন দিয়ে চালানো হবে গাড়ি। সেক্ষেত্রে গাড়ি চলাচল মসৃণ করতে সরাতে হবে ডিভাইডার। সেই ডিভাইডার সরাতে ২ সপ্তাহ মতো সময় লাগবে বলে জানিয়েছে হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশন বা এইচআরবিসি। তাই আপাতত প্রথমেই ডিভাইডার সরানোর কাজ চলছে। সেই কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরই সেতুর মূল কাজে হাত দেওয়া হবে। সেই কারণেই এখনও যান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না। এদিকে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, যান নিয়ন্ত্রণ শুরু হলে প্রথমেই ভারী পণ্যবাহী গাড়ি লরি, ট্রাক এবং ট্রেলারের মতো ভারী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এছাড়া বাকি নির্দেশিকা যা ছিল তা আগের মতোই আছে। যান নিয়ন্ত্রণ শুরু হলে তা কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জারি থাকবে। আপাতত আট মাস এই নিয়ন্ত্রণ জারি থাকবে।

পিএনবি হুগলির উদ্যোগে শুরু 'ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস উইক'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক সার্কেল অফিস হুগলির উদ্যোগে শুরু হল 'ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস উইক'। এই 'ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস উইক চলবে' ৩০ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত। ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস উইকের শুরুতেই গত ৩০ নভেম্বর এই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের সর্ব স্তরের কর্মচারিদের সততার শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

এরই পাশাপাশি গত ১ নভেম্বর হুগলির সার্কেল অফিসের উদ্যোগে 'দুর্নীতিকে না বলুন, জাতির প্রতি দায়বদ্ধ হোন' এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি ওয়াকাথনের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচি শ্রীরামপুর কোর্ট সংলগ্ন সার্কেল অফিস হুগলি থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে আবার সার্কেল অফিস হুগলিতে গিয়ে শেষ হয়। প্রতিরোধমূলক সতর্কতার দিকে বিশেষ নজর দিতে সার্কেল হেড হুগলি সমস্ত কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ মোকাবিলা, জনস্বার্থ প্রকাশ এবং পদ্ধতিগত উন্নতির উপর বিশেষ জোর দেওয়ার আহ্বান জানান।

এই কর্মসূচি উপলক্ষে, ডেপুটি সার্কেল হেড ভি সারাভানন, চিফ ম্যানেজার দেবজিৎ সেনগুপ্ত, মনোজ সরকার, বিশ্বজিৎ ঘোষ দস্তিদার, রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় পিল্লি , ম্যানেজার রাজভাষা মনীশ পাসোয়ান সহ সার্কেলের অন্যান্য কর্মকর্তা, কর্মচারিরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই সততার শপথ নেন এবং ভারতকে দুর্নীতিমুক্ত করার শপথ নেন।

মনোজ মালব্যর চাকরির মেয়াদ ৬ মাস বাড়ানোর আর্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক মনোজ মালব্যের চাকরির মেয়াদ আরও ছ'মাস বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছে। চলতি বছরের ২৮ ডিসেম্বর ডিজিপি মনোজ মালব্যের চাকরির মেয়াদ হতে চলেছে। তিনি ১৯৮৬ ব্যাচের আইপিএস অফিসার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্যের প্রস্তাবে সারা দিলে তিনি আগামী বছরের জুন মাস পর্যন্ত রাজ্য পুলিশের প্রধান পদে থাকতে পারবেন বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের সময়ও তাঁর এই পদে থাকার কথা। ২০২৪ সালের গোড়াতেই লোকসভা ভোট। ওই সময় অভিজ্ঞ আধিকারিক মালব্যকে সরানো ঠিক নয় এই যুক্তি দেখিয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বর্তমান ডিজিপির চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে বর্তমান ডিজিপি'র চাকরির মেয়াদ ছ'মাস বাড়াতে নীতিগত আপত্তি নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। আইপিএস মহলের খবর, রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারের শীর্ষস্তরের সঙ্গে 'সুসম্পর্ক' রয়েছে মনোজ মালব্যের। সাধারণত ইউপিএসসি'র গাইড লাইন মেনে ডিজিপি অবসরের তিন মাস আগে, তিরিশ বছর চাকরি হয়েছে এমন কয়েকজন সিনিয়র আইপিএসের নাম পরবর্তী ডিজি পদের জন্য দিল্লিতে পাঠানো হয়। কিন্তু এবার নবান্ন এখনও পর্যন্ত পরবর্তী ডিজিপি নিয়োগের জন্য কোনও প্যানেল দিল্লিতে পাঠায়নি বলেই জানা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হচ্ছে, বর্তমান ডিজিপি মনোজ মালব্যকে সামনে রেখেই লোকসভা ভোট হবে এরাজ্যে।

কলকাতায় ভাইব্রান্ট গুজরাতের রোড শো

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার কলকাতায় ভাইব্রান্ট গুজরাতের রোড শোয়ে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র ও পুলিশ আবাসন প্রতিমন্ত্রী, শিল্প, ক্রীড়া, যুব ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংভি, ভিসুভিয়াস ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নীতিন জৈন, লিগ্যাল অ্যান্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স এবং কোম্পানি সেক্রেটারি এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সভাপতি জিতেন্দ্র কুমার, মালকম ইন্ডিয়া লিমিটেডের ডিরেক্টর গিরিরাজ মাল, পার্পল মাইক্রোপোর্ট সায়েন্টিফিক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডর ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ডেপুটি সিইও দীনেশ অরোরা, বার্জার পেইন্টস ইন্ডিয়ার সহ-সভাপতি ও গ্রুপ প্রধান, প্রোডাকশন, ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রাজেশ তিওয়ারি, এমডি, আইএফবি এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের এ. মুখোপাধ্যায়, আইএফবি ইন্ডাস্ট্রিজের সিএফও আর চৌধুরী, শ্যাম মেটালিক্স অ্যান্ড এনার্জি লিমিটেডের সিইও দীপক গোয়েল, সেনকো গোল্ড লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শুভঙ্কর সেন এবং ইন্ডিয়া অ্যাটমসফিয়ারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস. মহাপাত্র।

ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি লিমিটেড WBSEDCL তাদের অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগী কর্মীদের সুবিধার্থে জীবন প্রমাণ অ

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৩ নভেম্বর ২০২৩ ১৬ কার্তিক ১৪৩০ শুক্রবার

মেরুন ডায়েরির পর নোটবুক কীসের লেনদেন, নজর ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেরুন ডায়েররি পর এবার তদন্তাকীরদের হাতে নোটবুক। রেশন দুর্নীতির তদন্তে নেমে তদন্তকারীদের হাতে পড়েছিল একটি মেরুন ডায়েরি। যার একটি পাতায় লেখা ছিল 'বালুদা'। যা দেখে তদন্তকারীদের অনুমান এই 'বালুদা'ই আসলে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তিনি খাদ্য দপ্তরের দায়িত্বে থাকাকালীন কোন কোনও অবৈধ লেনদেন হয়েছে, সেই তথ্য খুঁজতে ইডি-কে সাহায্য করছে এই মেরুন ডায়েরি। মন্ত্রীর প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক অভিজিৎ দাসের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল সেই ডায়েরি। আর এবার ইডি সূত্রে জানা যাচ্ছে, অভিজিৎ দাসের বাড়ি থেকে মিলেছে তিনটি নোটবুক, যেখান থেকে তদন্তকারীদের সামনে আসছে আরও নতুন নতুন সব তথ্য।

ইডি সূত্রের খবর, তিনটে নোটবুকে দুর্নীতি সংক্রান্ত অনেক তথ্য আছে। লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেনের হিসেব, বিমার প্রিমিয়াম সংক্রান্ত লেনদেন, সবটাই নাকি লেখা আছে তাতে। এছাড়াও সেই নোটবুকের পাতায় রয়েছে বেশ কয়েকজনের নাম। এরা প্রত্যেকেই প্রভাবশালী বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে কোনও লেনদেন হয়েছিল কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবারও সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আপ্ত সহায়ক অভিজিৎ দাসকে। তাঁর সঙ্গে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। মন্ত্রীর অফিসের প্রাক্তন কর্মী অমিত দেকেও বুধবার সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

বাইকের পর অটোর ধাক্কা, হিঁচড়ে নিয়ে গেল কিশোরকে, দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাইকেল আরোহীকে কিশোরকে বাইকের ধাক্কা। রাস্তায় পড়ে যেতেই কিশোরকে ধাক্কা মারল ছুটে আসা বাইক। শুধু ধাক্কা মারাই নয়, তাকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তা দিয়ে ঘষটাতে ঘষটাতে নিয়ে গেল অটো। পরে ছেলেটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও প্রাণে বাঁচানো যায়নি।

ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নিউটাউনে যাত্রাগাছি ব্রিজের কাছে বুধবার রাতে। ১৩ বছরের ছেলেটিকে বাঁচানো যায়নি। জানা গিয়েছে, সাইকেলে চেপে বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল সে। সেই সময়েই পিছন থেকে ধাক্কা মারে দ্রুতগতিতে আসা বাইক। তাতে কিশোর রাস্তায় পড়ে যেতেই ফের ধাক্কা মারে অটো। রাস্তায় পড়ে থাকা কিশোরকে ধাক্কা মেরে টেনে নিয়ে যায় আরও বেশ কিছুদূর। পরে তাকে অটোয় তুলে গৌরাঙ্গনগরের একজন চিকিৎসকের চেম্বারের সামনে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। এরপরেই লোক জমে যায় সেখানে। স্থানীয়রা ওই কিশোরকে উদ্ধার করে নিয়ে যান আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু সেখানের চিকিৎসকরা তাকে পরীক্ষা করে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ইতিমধ্যেই পুরো বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে নিউটাউন থানার পুলিশ। যাত্রাগাছি ব্রিজ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘাতক বাইক এবং অটোটির সন্ধান শুরু করেছেন তদন্তকারীরা।

উন্নয়নমূলক কাজে কেন্দ্রের তরফ থেকে ৫০০ কোটি পাচ্ছে পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৫০০ কোটি টাকা পেতে চলেছে কলকাতা পুরসভা, এমনটাই খবর কলকাতা পুরসভা সূত্রে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আওতায় মিলবে এই টাকা। আগামী পাঁচ বছর ধরে পাওয়া যাবে ১০০ কোটি টাকা করে। পুজোর আগে দিল্লিতে দেশের বিভিন্ন পুরসভাকে নিয়ে অর্থ কমিশনের একটি বৈঠক হয়েছিল। সেখানে যোগ দিতে কলকাতা থেকে দিল্লি গিয়েছিলেন পুর কমিশনার বিনোদ কুমার, নিকাশি বিভাগের ডিজি শান্তনু ঘোষ সহ একাধিক পুর আধিকারিক। এরই পাশাপাশি এই বৈঠকে ছিলেন দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই সহ দেশের বিভিন্ন পুরসভার আধিকারিকরা। সেখানে কলকাতার পুর কর্তারা শহরের বিভিন্ন এলাকায় কী কাজ হয়েছে এবং টাকা পেলে তাঁরা আরও কোন-কোন কাজ করবেন সেই পরিকল্পনার কথা জানান। এরপরেই কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের কর্তারা কলকাতা পুরসভাকে দেশের মধ্যে সব থেকে বেশি আর্থিক অনুদানের সবুজ সঙ্কেত দেন।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, নিকাশি সংস্কার ও পরিবেশ উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করার শর্তে এই টাকা দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, এই টাকা যেমন ধাপে ধাপে ঢুকবে ঠিক তেমন ভাবেই নিকাশি ও পরিবেশ রক্ষায় পরিকাঠামোর কাজে লাগানো হবে। প্রথম ধাপে মিল্ক কলোনি, পামার বাজার, গুলশন কলোনি সহ কয়েকটি জায়গায় ছোট মাপের নিকাশি পাম্পিং স্টেশন হবে।

এছাড়া সংযোজিত এলাকায় ৩০ কিলোমিটার লম্বা একটি নিকাশি খাল কাটা হবে। পরিবেশ রক্ষায় নতুন পুকুর কাটা এবং নতুন ব্যারেজ হবে। দুর্যোগের পূর্বাভাস পেতে ওয়ার্নিং সিস্টেম প্রযুক্তির ব্যবহারও চালু হবে। এরই পাশাপাশি বৃষ্টির জল ধরার জন্য একাধিক ছোট জলাধার নির্মাণ এবং বেহালা, জোকায় নিকাশি খাল সংস্কার করা হবে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

এদিকে কেন্দ্রের কাছে বকেয়া পাওনা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। এদিকে বুধবারেও রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, বকেয়া প্রাপ্য না মেটালে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বড় আন্দোলনে নামা হবে। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, পুজোর আগে দিল্লি গিয়ে বকেয়া প্রাপ্য আদায়ের দাবিতে রাজধানীতে গিয়ে ইতিমধ্যেই আন্দোলন করেছে শাসক দল।পালটা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকেও তাঁদের বক্তব্য জানানো হয় রাজ্যকে। রাজ্য-কেন্দ্রের এই চাপানউতোরের মধ্যেই কেন্দ্রের কাছ থেকে শহরের উন্নয়নের জন্য কলকাতা পুরসভার এই ৫০০ কোটি টাকা পাওয়ার এই ঘটনাকে ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছেন পুরসভার অনেকেই।

পদ থেকে এখনই সরানো হচ্ছে না বালু কন্যা প্রিয়দর্শিনীকে, ইঙ্গিত তেমনটাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডি জ্যোতিপ্রিয়কে গ্রেপ্তারের পর দল যে তাঁর পাশেই রয়েছে তা নানা ভাবে বুঝিয়েছেন দলের নেতারা। এমনকী বুধবারও নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এই সম্পর্কে বলতে শোনা যায়। তবে এই ঘটনায় নাম সামনে এসেছে জোতিপ্রিয় কন্যা প্রিয়দর্শিনীরও। প্রিয়দর্শিনী মল্লিক এই মুহূর্তে উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষা সংসদের সচিব। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব পদে বসেন প্রিয়দর্শিনী মল্লিক। কিন্তু জ্যোতিপ্রিয় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই বারবার সম্পত্তি সংক্রান্ত নানা বিতর্কে প্রিয়দর্শিনীর নাম উঠেছে। সেখান থেকেই প্রশ্ন উঠছিল, দুর্নীতি মামলায় বারবার যাঁকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে, তিনি কি এরকম গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার অধিকারী? বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনও এ নিয়ে সরব হয়। অনেকেই এই পদে প্রিয়দর্শিনীকে রাখা নিয়ে আপত্তির কথা জানান।

তবে বিকাশভবনের তরফ থেকে বার্তা মিলছে পদ থেকে সরানো হচ্ছে না জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মেয়েকে। বিকাশ ভবন প্রিয়দর্শিনীর পাশেই। খুব বেশি দেরিও নেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার। তার জন্য খুব দ্রুতই জেলা সফরে যাবেন সংসদ সভাপতি ও সচিব। তবে জেলা সফরে সতর্ক থাকবে সংসদ। প্রিয়দর্শিনীর জেলা সফরে কাটছাঁট হতে পারে বলেও সূত্রের খবর।

বাড়ির লোককেই খেয়ে প্রমাণ দিতে হচ্ছে আনা খাবার নিরাপদ

জ্যোতিপ্রিয়কে নিয়ে সাবধানী ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সুগারের রোগী তিনি। রয়েছেন ইডি হেপাজতে। বাড়ি থেকেই মন্ত্রীর জন্য খাবার আসছে। কিন্তু তার পরেও সেই খাবার বাড়ির লোককে খাইয়ে তা নিরাপদ কিনা নিশ্চিত হওয়ার পরই দেওয়া হচ্ছে মন্ত্রীর পাতে।

জ্যোতিপ্রিয়র খাবার নিয়ে অতি সাবধানী কেন্দ্রীয় সংস্থা। আদালতেও ইডি বলেছিল, উনি কী খাবেন সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সেই পরীক্ষার কাজ বাড়ির লোকই করছে। ইডির সামনে সেই খাবার মন্ত্রীর জন্য খাবার আনা লোকেরাই তা খেয়ে দেখার পর তা পৌঁছচ্ছে মন্ত্রীর থালায়।

মঙ্গলবার রাত থেকে ইডি হেপাজতে রয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়। দুদিন বাড়ির খাবারই খেয়েছেন মন্ত্রী। তাঁর জন্য সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি অফিসে খাবার আনছেন মন্ত্রীর বাড়ির লোক। ডায়াবেটিসের রোগী মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়। নিয়ম মেনে খাওয়া দাওয়া করেন। ওষুধও খান। আদালতে সে কথা জানিয়েওছিলেন মন্ত্রী। সেই সঙ্গে বলেছিলেন, চিকিৎসক তাঁকে প্রতিদিন ১০ হাজার পা হাঁটতে বলেছেন। মন্ত্রী আচমকা আদালতের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পরায় সাবধানী শুনিয়েছিল বিচারককেও। আদালতে যখন জ্যোতিপ্রিয়ের পরিবার তাঁর জন্য বাড়ি থেকে খাবার পাঠানোর আর্জি জানায়, তখন ইডির আপত্তি সত্ত্বেও সেই আবেদন মঞ্জুর করেন বিচারক। তিনি জানিয়ে দেন, ইডি হেপাজতে থাকাকালীন জ্যোতিপ্রিয়ের জন্য বাড়ি থেকেই খাবার যাবে।

কোর্টের সেই নির্দেশ মেনেই হচ্ছে কাজ। তবে খাবার নিয়েও সাবাধানী পদক্ষেপ ফেলছে ইডি। শুক্রবার বাড়ি থেকেই মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। মন্ত্রীকে হেফাজতে নিতে চেয়ে আদালতে ইডির আবেদনের শুনানি চলার সময়েই মন্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। বিচারক জানিয়ে দেন, মন্ত্রী সুস্থ হয়ে ফিরলে তবেই শুরু হবে ১০ দিনের ইডি হেপাজত। চার দিন পরে মঙ্গলবার রাতে মন্ত্রীকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে সিজিওতে যান ইডির গোয়েন্দারা।

জ্যোতিপ্রিয়র পাশে থাকা উচিত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক একজন ভালো লোক। বিপদের দিনে ওনার পাশে দাঁড়ানো উচিত ।' রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডি-র হাতে ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে নিয়ে বৃহস্পতিবার এমনটাই মন্তব্য করলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন গারুলিয়ায় এক অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ অর্জুন সিং জানান, বিপদের দিনে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়। তাই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পাশে দাঁড়াবেন। প্রয়োজনে তিনি আইনি সহায়তাও দেবেন। সাংসদের কথায়, ইডির হেপাজত থেকে যেদিন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জেল হেপাজতে যাবেন সেদিন তাঁর সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। ইডি-র হাতে ধৃত বাকিবুর রহমান প্রসঙ্গে সাংসদ বলেন, বাকিবুর একজন ব্যবসায়ী। আর যারা ক্ষমতায় থাকেন, তাদের পাশে ব্যবসায়ীরা থাকবেন। এটাই তো স্বাভাবিক বিষয়। সাংসদের দাবি, দল লড়াই করছে। আগামীদিনে প্রমাণিত হয়ে যাবে দুধ কা দুধ, আর পানি কা পানি।

আকাশের পরিবারের পাশে ব্যারাকপুরের সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খড়দার পুরানী বাজারে গন্ডগোলে নিহত হয়েছেন আকাশকুমার প্রসাদ (২৪)। বুধবার রাতে নিহত যুবকের বাড়িতে যান ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি । নিহত যুবকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'মৃত যুবকের কন্যা সন্তানের জন্য দু'লক্ষ টাকা দেওয়া হল। তাছাড়া পড়াশুনার জন্য ওকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা হবে। যাতে মৃতের স্ত্রীর চাকরির বন্দোবস্ত করে দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা করা হবে। ' জগদ্দলের আটচালা বাগান রোডের গন্ডগোল নিয়ে বৃহস্পতিবার সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'জুয়া খেলা নিয়ে ওখানে গন্ডগোল হয়েছিল। প্রশাসনকে বলেছিলাম জুয়া খেলা বন্ধ করাতে।' সাংসদের আক্ষেপ, দলের কিছু অংশকে দেখা যাচ্ছে সমাজ বিরোধীদের পাশে দাঁড়াতে। এটা ঠিক নয়। সাংসদের দাবি, জুয়া, সাট্টা, লোটো, মাদক বিক্রি বন্ধ না করে জগদ্দলে অপরাধ কমবে না।

শীতের শুরুতেই সুখবর

আলিপুর চিড়িয়াখানায় আসছে পেঙ্গুইন, সিংহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার অন্যতম আকর্ষণ আলিপুর চিড়িয়াখানা। বাঘ থেকে হাতি, সাপ, জিরাফ থেকে জেব্রা, শিম্পাঞ্জি, অ্যানাকোন্ডা, নানা রকমের পাখি নিয়ে বরাবরই ছোট থেকে বড় সকলের কাছে প্রিয় চিড়িয়াখানাটা।

এবার আলিপুর চিড়িয়াখানাকে দর্শকদের কাছে আরও আকর্ষনীয় করে তুলতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। খুব শীঘ্রই চিড়িয়াখানায় আসছে আফ্রিকার সিংহ এবং পেঙ্গুইন। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন থেকে পেঙ্গুইন এবং সিংহ নিয়ে আসা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিড়িয়াখানা অধিকর্তা শুভঙ্কর সেনগুপ্ত।

২০১৯ সালে কলকাতার চিড়িয়াখানাকে আকর্ষনীয় করে তুলতে আনা হয়েছিল হলুদ অ্যানাকোন্ডা। প্রথমদিকের কয়েকটি অ্যানাকোন্ডা মারা গেলেও এখনও নতুন এনক্লোজারে ১৬ টি সাপ দর্শকদের মনোরঞ্জন করছে। ২০২১ সালে কথা ছিল শ্রীলঙ্কা থেকে আনা হবে সবুজ অ্যানাকোন্ডাও। কিন্তু শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক অস্থিরতায় সেই সময় তা সম্ভব হয়নি। তবে খুব শীঘ্রই তা আসতে চলেছে সিংহ এবং পেঙ্গুইন। যদিও বড়দিন আর নতুন বছরের ছুটির আগে সেগুলি এসে পৌঁছাবে কিনা তার কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারছে না চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। তবে যদি তা সম্ভব হয় তবে শীতে চিড়িয়াখানা নিয়ে মানুষের উৎসাহ আরও কয়েকগুণ বেড়ে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রাচীন কাল থেকেই বাজির সঙ্গে যোগসূত্র ভারতের বিজ্ঞানের রসায়নেই জ্বলে আলো, ছড়ায় ফুলকি

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: কালীপুজোর সঙ্গে বাজির কোনও সম্পর্ক ছিল না বলেই জানাচ্ছেন ইতিহাসবিদরা। তবে এটাও ঠিক ভারতে এই আলো ও শব্দ বাজির খেলা বহু প্রাচীন। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী এবং পরবর্তীকালে মুঘল আমলেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, সতেরো শতকে আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে চিতোরের রাজা রতন সিংহ আর সিংহলের রাজকুমারী পদ্মাবতীর বিয়ে উপলক্ষে বাজির আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল অনেকেরই। তবে ভারতে সংগঠিতভাবে বাজির কারখানা প্রথম তৈরি হয় আরও কয়েক শতক পরে উনবিংশ শতাব্দীতে। মূলত তামিলনাড়ুর শিবকাশী ও কলকাতা-হাওড়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই বাজি তৈরি হত। তবে উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বর্তমানে ভারতের আরও একাধিক জায়গাতেই বাজির কারখানা গড়ে উঠেছে।

তবে এই বাজির সঙ্গে যোগ রয়েছে বিজ্ঞানের। আদতে বাজির আলো ও শব্দের পিছনে লুকিয়ে আছে রসায়নের ভেলকি, এমনটাই জানাচ্ছেন কলকাতার বাজির কারিগররা। তাঁদের বক্তব্য, বাজি তৈরি মোটেই মুখের কথা নয়। রসায়নের ফর্মুলা মেনে তৈরি হয় বাজির মশলা। আর বিভিন্ন জাতের বাজি তৈরি করতে লাগে বিভিন্ন রকম মশলা। কতটা জোরে শব্দ হবে, কী পরিমাণে বা কতদূর পর্যন্ত আগুনের ফুলকি ছড়াবে, সেই সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে সঠিক অনুপাতে মশলার মিশেল এবং নির্দিষ্ট বাজির মশলার প্যাকেজিংয়ের ওপর। বিভিন্ন মশলার মিশেলের ভুল অনুপাত ও প্যাকেজিং সুনির্দিষ্ট না হলে সেই বাজি যে শুধু কাজ করবে না তাই নয়, এর ফলে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই এই ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানতা জরুরি।

যেমন কোনও ইলেকট্রনিক গ্যাজেট যেমন তড়িৎ সংযোগের আগে পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় , থাকে ঠিক তেমনই একটি সঠিকভাবে নির্মিত বাজিও যেন অপেক্ষা করে থাকে তার পলতেয় অগ্নি সংযোগের। আর এই আগুনের সংস্পর্শে এলেই বাজির নানা খেলা শুরু হয়। রসায়নের সূত্র মেনে সেই বাজি থেকে হয় পাওয়া যায় শব্দ, নয়তো আলো অথবা দুটোই একসঙ্গে। ইলেকট্রনিক্সের সূত্র মেনে তৈরি গ্যাজেটের সঙ্গে রসায়নের সূত্র মেনে তৈরি বাজির মূল পার্থক্য হল, এগুলি কেবলমাত্র একবার ব্যবহারের জন্যই তৈরি, যেখানে ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের সুইচ চালিয়ে বা বন্ধ করে অসংখ্যবার ব্যবহার করা সম্ভবউ তবে বর্তমানে আধুনিক প্রজন্মের বাজিতে ইলেকট্রনিক্সেরও প্রয়োগ দেখা যায়। এই জাতীয় বাজিগুলির পোশাকি নাম বৈদ্যুতিন বাজি। যেহেতু এই বাজিগুলো আগুনের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক সুইচ দ্বারা চালিত হয়, তাই এদের একাধিক বার ব্যবহার করা চলে।

এদিকে এই বাজি শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার চাম্পাহাটি, নুঙ্গির বাজির কারখানা। যেখানে কাজ করেন অসংখ্য শ্রমিক। আর এই বাজি তৈরি করেই দিনগুজরান হয় তাঁদের। তবে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত বিবিধ সরকারি বিধিনিষেধের কারণে চিরাচরিত বাজির ব্যবসা কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে। কেউ কেউ অন্য পেশায় যুক্ত হয়েছেন। দূষণ পর্যদের নিয়ম মেনে বাজিও তৈরি করা হচ্ছে।

একইসঙ্গে এই বাজি তৈরির কারিগররা জানাচ্ছেন, যেখান থেকেই কিনবেন, অবশ্যই সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত বাজিই কিনবেন। কারণ, আনন্দের উৎসব যেন আতঙ্কের উৎসবে পরিণত না হয়ে এই ব্যাপারে সবার ভূমিকাই জরুরি। এরই পাশাপাশি বাজি ফাটানোর সময় অবশ্যই প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করুন। হাতের কাছে ফার্স্ট এইড সংক্রান্ত জরুরি জিনিসপত্রগুলি রেখে দেওয়ায় প্রয়োজন। সঙ্গে এও লক্ষ্য রাখতে হবে যে আপনার আনন্দ যেন অন্যের বিরক্তির কারণ না হয়। সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে বাজি পোড়ানোর জায়গার ব্যাপারেও। যেখানেই বাজি পোড়ান, সবশেষে জায়গাটা পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্বও আপনারই।

সম্পাদকীয়

সবুজ বাজির ব্যবহার যত বাড়বে তত ভালো

দু'বছর আগে কলকাতা হাই কোর্ট রাজ্যে সব রকম বাজি বিক্রি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করা হলে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল সব ধরনের বাজির উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো সম্ভব নয়। পরবর্তী কালে কালীপুজো, দীপাবলি এবং ছটপুজোয় বাজি ফাটানোর নিয়ম বেঁধে দেয় রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। উৎসবের দিনগুলোতে কত ক্ষণ বাজি ফাটানো যাবে, তা-ও স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছিল পর্ষদ। বলা হয়েছিল, পরিবেশবান্ধব বাজি ফাটাতে হবে। কালীপুজো, দীপাবলিতে মাত্র দু'ঘণ্টা, রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বাজি ফাটানো যাবে। ছটপুজোর দিন সকালে দু'ঘণ্টা বাজি পোড়ানো যাবে। সরকারি নির্দেশে যে বাজি বিক্রি বা ব্যবহার করা হবে, তা পরিবেশবান্ধব হতে হবে। কম দূষণকারী কাঁচামাল ব্যবহার করে তৈরি করা হয় এই বাজি। কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর) এবং ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল এঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এনইইআরআই)-এর যৌথ গবেষণায় এই বাজি তৈরি হয়েছে। গবেষকরা জানাচ্ছেন, শব্দবাজির থেকে এই বাজি ৩০ শতাংশ কম দূষণ করে। এই পরিবেশবান্ধব বাজিতে বেরিয়াম নাইট্রেট নামের কেমিক্যাল থাকতে পারবে না। সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম নাইট্রেট থাকবে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায়। রাজ্যে শুধু এই বাজিই পোড়ানো যাবে। সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রকের পাশাপাশি পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভ সেফটি অর্গানাইজেশন-এর মতো সংস্থাও এই বাজি পোড়ানোয় অনুমতি দিয়েছে। বিভিন্ন বাজি বিক্রেতার কাছ থেকে জানা গিয়েছে, বাজারে যে বাজি মোটামুটি পাওয়া যায়, সে সবই সবুজ বাজি হিসেবেও পাওয়া যাচ্ছে। তবে কোনটা সাধারণ বাজি, আর কোনটা সবুজ বাজি তা নিশ্চিত ভাবে চিনতে পারা যায়নি। সংশয় থেকে যাচ্ছে। যে-হেতু সরকারি নির্দেশে সবুজ বাজি ছাড়া অন্য বাজি বিক্রি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ, তাই অনেক ব্যবসায়ী এ বছর বাজি বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ, ভুল করে অন্য বাজি বিক্রি করতে থাকলে আর সেটা প্রশাসন এসে নিয়ে গেলে অনেক টাকা ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। করোনায় দু'বছর ব্যবসায় ক্ষতির পর নতুন করে ব্যবসায় লোকসান করতে চান না ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের মতো এই সবুজ বাজি না চেনার বিষয়ে একই মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা এবং বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি। তবে এই বাজি শিল্পের সঙ্গে অনেক মানুষের জীবন ও জীবিকা জড়িত। রাজ্যের অর্থনীতিতে বাজি শিল্পের বিরাট ভূমিকা আছে। তাই পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব যেমন আছে, তেমনই বাজি শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা ও তার প্রসারও সমান ভাবে জরুরি। সুখের কথা, এ রাজ্যেই বেরিয়ামহীন মশলা দিয়ে তৈরি হচ্ছে পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি, যার বিক্রি শুরু হয়েছে হারালের বাজি বাজারে। এখানকার বাজি ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ ভারতের শিবকাশীর বাজি কারখানার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পরিবেশবান্ধব বাজি তৈরি করছেন ও বাজারে তা বিক্রি করেছেন। চম্পাহাটির অনেকেই ভিনরাজ্যে গিয়ে পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি তৈরির প্রথাগত প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন। কিন্তু যে-হেতু তাঁরা এখনও পর্যন্ত ওই বাজি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করার সরকারি অনুমোদন পাননি, তাই শিবকাশীর বাজি কারখানার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এখানে বাজি তৈরি করতে হয়েছে। আশা করা যায়, এনইইআরআই থেকে খুব শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র মিলবে এবং এখানকার ব্যবসায়ীরাও নিজেদের কোম্পানির নামে সবুজ বাজি তৈরি ও বিক্রি করতে পারবেন। বর্তমানের এই সমস্যা পরবর্তী কালে আর থাকবে না। বাজির দাম কমবে। এবং ব্যবসাও বাড়বে।

শাশ্বত কথা

মায়া

যত বড় দেহখানাই হোক না, পুড়লে ওই দেড় সের ছাই। তাকে আবার ভালবাসা!হলিবোল, হরিবোল, জয় মা জগদম্বা, গোবিন্দ, গোবিন্দ, রাধাশ্যাম, গুরুদেব, গঙ্গা গঙ্গা ব্রহ্মবারি। স্বপ্ন বইকি! জগৎই স্বপ্নবৎ। এটাও (এই জাগ্রত অবস্থা) একটা স্বপ্ন। কালে ঈশ্বর-টীশ্বর কিছু থাকে না। জ্ঞান হলে মানুষ দেখে ঠাকুর-ঠাকুর সবই মায়া -কালে আসছে, যাচ্ছে। মানুষের কি সাধ্য যে আপনি এ মায়ার হাত থেকে তরতে পারে? তাই তো ঠাকুর এত সাধনা করলেন, সব ফল জীবোদ্ধারে দিয়ে গেলেন। মায়া কাটিয়ে কাটিয়ে নির্বাণ হবে-- ভগবানে মিশে যাবে। বাসনা হতেই তো দেহ। একটু বাসনা না থাকলে দেহ থাকে না। একবার নির্বাসনা হলো তো সব ফুরোল।

— শ্রীশ্রী মা সারদা

জন্মদিন

আজকের দিন

অমর্ত্য সেন

১৯৩৩ *নোবেলজয়ী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের জন্মদিন।*
১৯৮০ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মোনালি ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

বুড়ীমার চকলেট বোম

সিদ্ধার্থ সিংহ

কালী পুজো মানেই আতশবাজি। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়— চকলেট বোম। আর চকলেট বোম মানেই বুড়িমার, থুড়ি 'বুড়ীমার চকলেট বোম'।

বুড়িমার নাম প্রায় সকলেই শুনেছেন। কিন্তু বুড়িমার নামের পিছনে যে রহস্য রয়েছে, তা অনেকেরই অজানা।

বুড়িমার চকলেট বোমের প্যাকেটে যাঁর ছবি দেখতে পান, তাঁর নাম সবার কাছে বুড়িমা হলেও তাঁর আসল নাম অন্নপূর্ণা দাস।

এই অন্নপূর্ণা দাস ছিলেন বাংলাদেশের ফরিদপুরের বাসিন্দা। ১৯৪৮ সালে স্বামী সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দেশভাগের সময় ওখান থেকে ভিটেছাড়া হয়ে দুই মেয়ে আর এক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এই বঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ধলদিঘিতে চলে আসেন। ঠাঁই নেন একটি রিফিউজি ক্যাম্পে।

শুরু করেন সবজির ব্যবসা। ধলদিঘির বাজারে রাস্তার ওপরে উচ্ছে, ঝিঙে, পটল, মুলো বিক্রি করে সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দিতে থাকেন তিনি।

কিন্তু তাঁর সেই ব্যবসা বেশি দিন টিকলো না। কোনও এক অজানা কারণে বন্ধ করে দিতে হল সেটি। তখন নিরুপায় হয়ে তিনি চলে যান গঙ্গারামপুরে। সেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় সনাতন দাস নামে এক ব্যক্তির।

সনাতন দাসের ছিল মুদিখানা দোকান। কিন্তু সেই দোকানে তেমন বিক্রি-বাট্টা ছিল না বলে যখন কোনও খরিদ্দার থাকত না, তখন তিনি সেই দোকানে বসেই বিড়ি বাঁধার কাজ করতেন।

তিনি বিড়ি বাঁধার কাজ শিখিয়ে দিলেন অন্নপূর্ণা দেবীকে। দক্ষ হাতে বিড়ি বাঁধার কাজ শিখে নিলেন বিধবা অন্নপূর্ণা দেবী।

কিছু দিনের মধ্যেই বিড়ির সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুরু করলেন আলতা, সিঁদুর, ঘুড়ি আর সিজিনাল ব্যবসা। মানে দোলের সময় রং এবং কালীপুজোর সময় বাজি।

ছেলেকে দোকানে বসিয়ে চষে ফেললেন উত্তরপাড়া, সালকিয়া, বড়বাজার। কী ব্যবসা করবেন? কীসে লাভ? সরস্বতীপুজোর আগেই পিলখানার যোগেন্দ্র পালের কারখানা থেকে ঠেলা ভর্তি করে প্রতিমা নিয়ে এলেন তিনি।

তখন বেলুড়ে কোথাও ঠাকুর তৈরি হত না। ছুটতে হত দূরে। হাতের কাছে প্রতিমা পেয়ে সবাই হামলে পড়লেন।

দারুণ লাভ হল তাঁর। জমে উঠল ব্যবসা। সে বার কালিপুজোর সময় সেই টাকা আর ধার করা দশটা একশো টাকার নোট নিয়ে নানা রকম বাজি কিনে দোকান সাজিয়ে বসলেন তিনি। জমল বিক্রিবাটাও।

ব্যবসা শুরুর ঠিক তিন দিনের মাথায় হঠাৎ পুলিশ এসে হাজির হল তাঁর দোকানে। জিজ্ঞেস করল, বাজি বিক্রির লাইসেন্স আছে?

বাজি বিক্রি করতে হলে যে লাইসেন্স লাগে, তাঁর জানা ছিল না। বললেন, 'এ বারের মতো ছেড়ে দিন।'

কিন্তু হাজার কাকুতি-মিনতিতেও কোনও কাজ হল না। বাজি বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিল দোকানও। জেদ চেপে গেল তাঁর। ঠিক করলেন, তিনি বাজির ব্যবসাই করবেন। কারণ, বাজি বিক্রি করার ওই তিন দিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাজি কিনে এনে বিক্রি করার চেয়ে বাজি বানিয়ে বিক্রি করাই অনেক লাভ জনক।

তত দিনে হাতে কিছু টাকা চলে এসেছে। সেটা দিয়ে নিজেই একটি কারখানা বানিয়ে নিলেন। তার পর তাঁর মেয়ের বিয়ে দিলেন হাওড়া জেলার বেলুড়ে।

এর ক'দিন পরেই একদিন দুপুরে ছেলেকে চমকে দিলেন, 'এই দ্যাখ, বাজি বিক্রির লাইসেন্স। আর বাজি তৈরির অনুমতিপত্র।'

লাইসেন্স তো হল। কিন্তু কে শেখাবে বাজি বানানো? বাঁকড়ায় তাঁর সঙ্গে আলাপ হল আকবর আলির। হাতে ধরে তিনি শেখালেন; কাকে বলে সোরা, ব্যাটরা, কী রকম দেখতে গন্ধক।

প্রথম মরশুমেই বাজিমাত। সব বাজি বিক্রি হয়ে গেল। আকবরের ফর্মুলাতেই তৈরি হল বিকট শব্দওয়ালা বাজি। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সেই নতুন বাজির নাম--- 'বুড়ীমার চকলেট বোম'।

শুধু কালীপুজোয় নয়, ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলায় যেই জিতুক না কেন, সেই বিজয়ী দল উল্লাস করার জন্য বেছে নিল এই চকলেট বোম। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যরাতে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে কিংবা যে কোনও আনন্দ উৎসবে, শোভাযাত্রার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠল এই বুড়িমার চকলেট বোম।

কিন্তু হঠাৎ এ রকম একটা নাম কেন? আসলে তত দিনে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই তাঁকে বুড়িমা বলে ডাকতে শুরু করেছেন। তাই তিনি তাঁর তৈরি করা কান ফাটানো ওই শব্দবাজির নাম দেন — বুড়ীমার চকলেট বোম। হ্যাঁ, 'বুড়িমা' নয়, 'বুড়ীমা'। ড-য় শূন্য ড়-য় দীর্ঘিকার দিয়েই বুড়ীমার বানান লেখা হল। এটাই ওদের ব্র্যান্ড নেইম।

সরকারি নিয়ম মেনে বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনি নিয়ে আসতে লাগলেন বাজির দক্ষ কারীগরদের। ফলে খুব অল্প দিনের মধ্যেই এবং খুব সহজেই বাজির বাজারে এক নম্বর জায়গা দখল করে নেয় বুড়ীমা ব্র্যান্ড।

শাশুড়ির আগ্রহ দেখে বেলুড়ের প্যারিমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে একটা বাড়ির সন্ধান নিয়ে আসেন তাঁর জামাতা। যাঁর দাম ৯০০ টাকা। এখন এই টাকার অঙ্কটাকে যৎসামান্য মনে হলেও, সেই সময় ছিল যথেষ্টই বেশি। তবু কালবিলম্ব না করেই বাড়িটি কিনে নিলেন তিনি। সেখানেই শুরু করলেন বাজির কারখানা। পরে নানান ধরণের আতসবাজি তৈরি করলেও সব চেয়ে বিখ্যাত ছিল তাঁর বুড়ীমার চকলেট বোমই।

সেই বাজি এতটাই সাড়া ফেলে দিল এবং লাভজনক হয়ে উঠল যে, আরও কারখানা তৈরি করার জন্য তিনি তালবান্দা, ডানকুনি, শিবকাশীতে জায়গা কিনতে লাগলেন।

তাঁর চকলেট বোমের রমরমা দেখে অনেক বাজি ব্যবসায়ীই এগিয়ে এলেন সেই বাজির নকল করার জন্য। বাজার ছেয়ে যেতে লাগল নকল বুড়ীমার চকলেট বোমে।

কিন্তু অমন শব্দ, অমন নিরাপদ রক্ষাবলয় এবং অমন ন্যূনতম দূষণের মাত্রা প্রায় কেউই বজায় রাখতে পারলেন না। ফলে হাজার চেষ্টা করেও বুড়িমাকে কেউ টেক্কা দিতে পারলেন না।

অন্নপূর্ণা দেবী গড়ে তুলতে লাগলেন একের পর এক কারখানা। কারখানার ভিত তোলার জন্য ডানকুনিতে মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে এল বিশাল একটা শিবলিঙ্গ। ব্যস, চকলেট বোমের লোগো হয়ে গেল সেটাই।

কারখানার জন্য জমি কিনলেও তালবান্দার জমি তিনি বিলিয়ে দিলেন গরিবদের মধ্যে। এক সময় যাঁর মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না, তিনিই পঞ্চাশটি পরিবারকে বানিয়ে দিলেন বাড়ি। তিনি বলতেন, 'ব্যবসাটা তো তুচ্ছ। এসেছি মানুষকে ভালবাসতে।'

পরে তিনি শুধু বাজি ব্যবসাতেই থেমে থাকেননি। তামিলনাড়ুর শিবকাশীতে গড়ে তোলেন একটি দেশলাই কারখানাও। বেলুড়ে তৈরি করেন--- বুড়ীমা মাল্টিজিম। যেটা এখন অত্যন্ত আধুনিক একটি সুসজ্জিত জিম।

তাঁর বংশধরেরা হয়তো আরও নতুন নতুন নানা রকমের ব্যবসা শুরু করবেন। কিন্তু যত রকম ব্যবসাই শুরু হোক না কেন, অন্নপূর্ণা দেবী কিন্তু অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন তাঁর সেই 'বুড়ীমার চকোলেট বোম'য়ের জন্যই।

ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর জগৎ সংসার

ডাঃ শামসুল হক

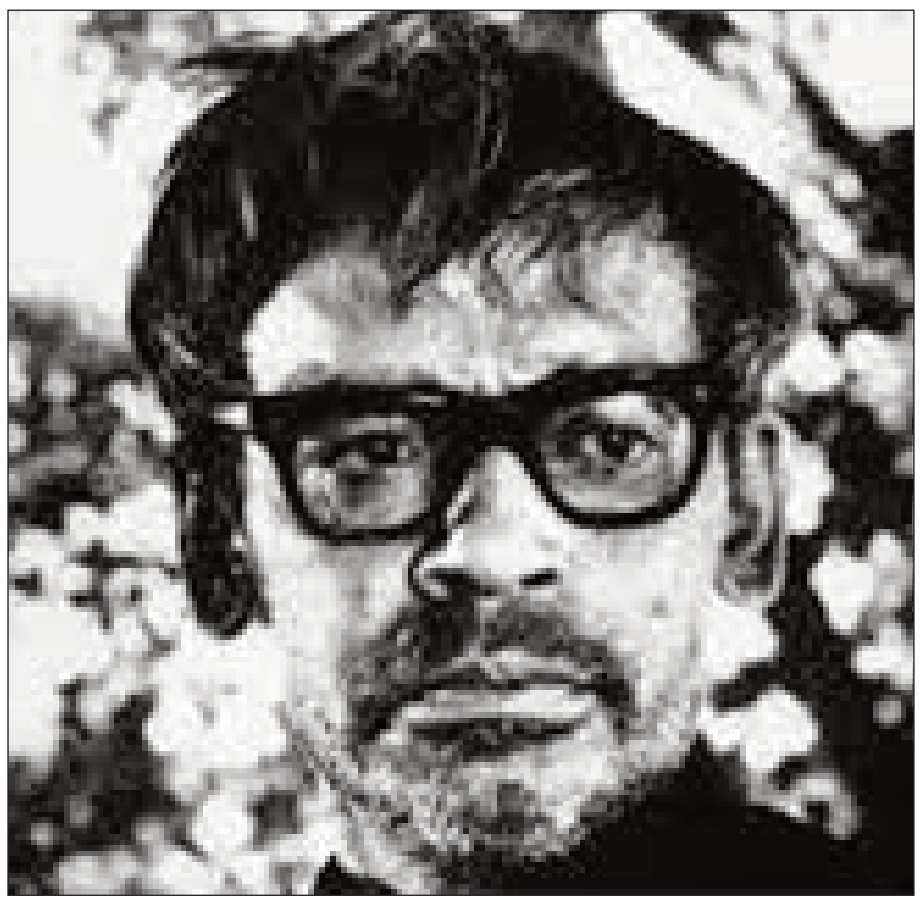

দয়া, মায়া এবং মমতার মূর্ত এক প্রতীক হিসেবেই মানব হৃদয়ে বিশেষভাবে পূজিত তিনি। সিনেমা জগতের মাঝেই কেটেছে তাঁর সারাটা জীবন। কিন্তু তার মধ্যেই তিনি প্রতিফলিত করেছেন অসহায় মানুষদের জীবন যন্ত্রণার নিখুঁত ছবিও।

তিনি চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক। ১৯২৫ সালের ৪ঠা নভেম্বর জন্ম তাঁর রাজশাহী শহরের মিয়াপাড়া এলাকায়। সেখানেই কেটেছে তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলো। প্রাথমিক পর্বের লেখাপড়ার শুরুও হয় সেখানেই। তারপর চলে আসেন কলকাতায়। তাঁর দাদা মনীশ ঘটক ছিলেন কল্লোল যুগের নামজাদা একজন কবি এবং গল্পকারও । বালিগঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন তিনি। ছোট ভাইয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই রাজশাহী থেকে তিনি তাঁকে টেনে নিয়ে আসেন কলকাতায়। ভর্তি করেন বালিগঞ্জের বিখ্যাত শিক্ষায়তন বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে।

তারপর কলকাতায় দিনগুলো ভালোই কাটছিল ঋত্বিকের। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ হঠাৎই কলকাতা ছেড়ে তিনি আবারও চলে যান রাজশাহীতে। ভর্তি হন সেখানকার কলেজিয়েট স্কুলে।পরে আবার রাজশাহী কলেজেও ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজশাহী ছেড়ে আবারও তিনি পা রাখেন এদেশেরই মাটিতে। তখন আই. এ পরীক্ষায় ভালো ফলাফল সহ উত্তীর্ণও হন তিনি। তারপর ভর্তি হন বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে। সেখান থেকে ১৯৪৮সালে বি . এ পাশ করার পর তিনি আবার চলে আসেন কলকাতায়। ১৯৫০ ভর্তি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের ই আশায়। বিষয় ও ছিল ইংরেজি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আর শেষ করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। খামখেয়ালী মনেরই মানুষ ছিলেন তিনি। তাই কেন যে তিনি সেই পরীক্ষার মুখোমুখি হননি সেটা বোধহয় তাঁর নিজের ও জানা ছিল না।

যাইহোক তারপর চুপচাপ বসেও ছিলেন না তিনি। হন্যে হয়ে ঘুরছিলেন কাজের নেশাতেই। লেখালেখির হাতটাও বেশ মজবুতই ছিল। তাঁর বাবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকলেও কবিতা,গল্প , নাটক ইত্যাদি রচনার কাজেও ভীষণ পারদর্শী ছিলেন। দাদা মনীশ ঘটক সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত একজন মানুষ। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। সমাজসেবী হিসেবেও খুব নামডাক ছিল তাঁর। ছিলেন সুসাহিত্যিকও। মনীশবাবুর কন্যা মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন আবার তাঁর আপন ভাইঝিও। অত এব সাহিত্যের রক্ত প্রবাহমান ছিল তাঁদের বংশেরই মধ্যে। সুতরাং কলম ধরেছিলেন ঋত্বিক ঘটকও। ছাত্রজীবনেই লিখে ফেলেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত নাটক কালো সায়র।

নাটক লিখতে লিখতেই তিনি যোগ দেন ভারতীয় গণ নাট্য সংঘে। আর এই নাটক নিয়ে গবেষণা চালাতে চালাতেই তিনি আবার প্রবেশ করেন সিনেমা জগতেও। অভিনয় এবং সহকারী পরিচালনার মাধ্যমেই শুরু হয় তাঁর চলচ্চিত্র জীবন। প্রথম সিনেমা ছিন্নমূল। আসে পরিপূর্ণ সাফল্যও। তারপর এককভাবেই শুরু করেন সিনেমা পরিচালনার কাজ।১৯৬০সালে করেন মেঘে ঢাকা তারা। ১৯৬২ তে সুবর্ণ রেখা।

১৯৬৫ সালে আবার পুনেতে চলে যান তিনি। সেখানে অবশ্য খুব বেশিদিন থাকতেও হয়নি তাঁকে। খেয়ালী মন তাঁর। তাই খেয়ালের বশে গিয়েছিলেন আবার সাধ মিটে যেতে ফিরেও এসেছিলেন। তবে যে কটা দিন সেখানে ছিলেন, সযত্নে রক্ষা করেছিলেন নিজের নামের মর্যাদাও। সেখানে ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ইনষ্টিটিউটের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবেই নিয়োজিত ছিলেন তিনি। পরে হয়েছিলেন তার ভাইস প্রিন্সিপালও ।

কিন্তু সেখানেও মন টেকেনি তাঁর। কলকাতায় ফিরে আবার সিনেমার জগতেই মন বসান । ১৯৭৩ এ করেন তিতাস একটি নদীর নাম। ১৯৭৪ সালে যুক্তি তক্কো আর গপ্পো। তা ছাড়াও আরও অনেক ছবিই পরিচালনা করেছেন তিনি। আর সেইসব ছবির মধ্যে তিনি প্রতিফলিত করার চেষ্টা করছিলেন কলকাতা সহ অন্যান্য আরও অনেক জায়গার উদ্বাস্তুদের বাস্তব জীবনের চিত্রটিও। পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছিলেন শরণার্থীদের দুর্দশার কথাও।

জীবনের প্রতি প্রকৃতভাবেই উদাসীন এই মানুষটি ছিলেন বিচিত্রতায় ভরপুর মহান এক ব্যক্তিত্ব ও বৈকি। মাথা ভর্তি এলোমেলো চুল, গালজুড়ে কাঁচাপাকা দাড়ি। পরণে সাধারণ পাজামা পাঞ্জাবী। কাঁধের উপর শান্তিনিকেতনী ঝোলা। চোখে কালো ফ্রেমের সাদামাটা চশমা। তার মধ্যেই কিন্তু উঁকি মারত ধারালো এক দৃষ্টিপাত। তার মধ্যেই আবার মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত রাশি রাশি জিজ্ঞাসা এবং অতি অবশ্যই কৌতুহলও।

তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তির সংখ্যাও নেহাত কম নয়। ১৯৫৭ সালে পান জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। ১৯৫৯ এ ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার। ১৯৭০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী এবং সেই বছরই শিশুতোষ চলচ্চিত্র পুরস্কার ও পান তিনি। ১৯৭৪ সালেও জোড়া পুরস্কারের অধিকারী হন তিনি। পান জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং বাচশাস পুরস্কার।

প্রতিভাধর সেই মানুষটি কিন্তু খুব বেশি আয়ু নিয়ে আর্বিভূত হননি এই পৃথিবীতে। ১৯৭৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সেই মারা যান তিনি। এই বৎসর তাঁর আটানব্বইতম জন্মবার্ষিকী। অতএব ৪ঠা নভেম্বর তাঁর জন্মদিনটার কথা মনে রেখেই আমরা যেন তাঁকে স্মরণ করতে পারি এবং জানাতে পারি উপযুক্ত সন্মানও।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

যে আবাসনে খোদ কাউন্সিলর থাকেন সেখানেই মধুচক্র চালানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: যে আবাসনে খোদ কাউন্সিলর থাকেন সেই আবাসনেই মধুচক্র চালানোর অভিযোগ। তুমুল শোরগোল উত্তরপাড়ায়। ফোন পেয়ে এলাকায় এল পুলিশ। তালাবন্ধ ফ্ল্যাট খুলে তিন যুবতী ও এক যুবককে আটকও করা হল। কাউন্সিলর সুস্মিতা সরকার তো স্পষ্টই বলছেন, আমি কাউন্সিলর, আমার বাড়িতে যত না লোক আসে ওই ফ্ল্যাটে তার থেকে বেশি লোকজন আসতো। বেশ কিছুদিন ধরেই ঘটনাটা নজরে পড়ছিল। সূত্রের খবর, বিগত এক মাস আগে এক মহিলা ওই আবাসনে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তারপর থেকেই ওই আবাসনে বাইরের লোকজনের আনাগোনা অনেকটাই বেড়ে যায়। অভিযোগ, প্রয়াশই ওই মহিলার ফ্ল্যাটে অচেনা ছেলেমেয়েদের দেখা যেতে থাকে। কিন্তু, তাঁদের পরিচয় কিছুই জানা যেত না। তাতেই সন্দেহ হয় এলাকার বাসিন্দাদের। ঘটনাচক্রে ওই আবাসনেই অন্য একটি ফ্ল্যাটে থাকেন এলাকার সিপিআইএম কাউন্সিলর সুস্মিতা সরকার। তিনিই আর এলাকার অন্যান্য বাসিন্দা ও আবাসনের অন্যান্য আবাসিকদের নিয়ে ওই ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে দেন। খবর যায় পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। ফ্ল্যাট খুলে এক যুবক ও তিন যুবতীকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। সেখানেই তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ঘটনায় কাউন্সিলর সুস্মিতা সরকার বলছেন, যখন মধুচক্র চলছিল তখনই ওদের ধরা হয়। বেশ কিছুদিন ধরেই ঘটনাটা আমাদের নজরে আসছিল। বৃহস্পতিবার সকলে মিলে যাই। তাঁর দাবি, এ ঘটনায় উত্তরপাড়ার মতো ঐতিহ্যবাহী শহরের কৌলিন্যে আঘাত আসছে। বিগত কয়েক মাসের মধ্যে একাধিকবার মধুচক্রের ঘটনা সামনে আসছে। এতে সমাজে কুপ্রভাব পড়তে পারে। গোটা ঘটনা পুলিশের খতিয়ে দেখা উচিত।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক বৃদ্ধার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমরির বড়ুয়া এলাকায়। বৃদ্ধার নাম মাতি হেমব্রম। ৬৬ বছর বয়সি বৃদ্ধার বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির বড়ুয়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুরে একটি ভাঙা ঘর থেকে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। অধিকাংশ সময়ই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকত সে। যার কারণে তাকে নেশা করতে বারণ করার জন্যই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিয়েছে বলে দাবি পরিবারের। তাকে উদ্ধার করে মেমারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

SOMANY
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড
CIN: L40200WB1968PLC224116
নিবন্ধিত অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন: ০৩৩-২২৪৮৭৪০৬/৫৯১৩
ই-মেইল: corporateaffairs@somanyceramics.com
ওয়েবসাইট: www.somanyceramics.com

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, সংশোধিত (দ্য "**কোম্পানিজ অ্যাক্ট**") এর বিধান অনুসারে, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ এর রুলস ২০ এবং ২২ -এর সাথে পঠিত, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং অব্লিগেসনস এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫, সংশোধিতমতো (দ্য "**লিস্টিং রেগুলেশনস**") এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও রেগুলেশনস, যদি থাকে, এবং ই-ভোটিং -এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("**এমসিএ**") দ্বারা নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুসারে জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ০৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, ("**এমসিএ সার্কুলারস**") সহ পঠিত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার সার্কুলার এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ তারিখ ১২ মে, ২০২০, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ তারিখ ১৩ মে, ২০২২, এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ০৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ ০৭ অক্টোবর, ২০২৩ ("**সেবি সার্কুলার**"), কোম্পানি ২ নভেম্বর, ২০২৩, বৃহস্পতিবার ই-মেইলের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ ("**নোটিস**") প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের ই-মেইল আইডি ডিপোজিটরিতে বা কোম্পানি/মাহেশ্বরী ডাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("**আরটিএ**") সাথে ২৭ অক্টোবর, ২০২৩ ("**কাট-অফ তারিখ**") অনুযায়ী নিবন্ধিত, এবং নীচে উল্লিখিত বিষয়গুলির জন্য ইলেকট্রনিক ভোটিং ("**ই-ভোটিং**") -এর মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন চাওয়ার জন্য :

দফা নং	বিবরণ
১	**কোম্পানি-বিশেষ রেজোলিউশনের সম্পূর্ণ পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারের বাই-ব্যাক -এর অনুমোদন**

ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখে সদস্য/বেনেফিসিয়াল ওনারস -এর নামে নিবন্ধিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর গণনা করা হবে। কোনো ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে পোস্টাল ব্যালট নোটিসটি ব্যবহার করবেন।

সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনার জন্য বোর্ড শ্রী অক্ষিত কুমার জংগিত, মেসার্স পিনচা অ্যান্ড কোম্পানি-র অংশীদার, জয়পুর, মেম্বারশিপ নং এফ১১২৮৫ এবং সিপি নং ১৬৩০০ -কে স্ক্রুটিনাইজার নিযুক্ত করেছে।

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে ("ই-ভোটিং") উল্লিখিত পোস্টাল ব্যালট নোটিশে প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলিতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যদের সম্মতি বা ভিন্নমতের যোগাযোগ শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে। কোম্পানি তার সকল সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("**সিডিএসএল**") -এর পরিষেবাগুলিকে নিযুক্ত করেছে।

ই-মেইল ঠিকানা সহ কেওয়াইসি নিবন্ধন / আপডেট করার পদ্ধতি :

(ক) ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ারধারী সদস্যরা যারা কোম্পানির সাথে ই-মেইল ঠিকানা সহ তাদের কেওয়াইসি বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করেননি তাদের আপনার ডিপি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসারে প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ক্ষ্মডিপি) সাথে নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(খ) ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী সদস্যরা, যারা কোম্পানির সাথে ই-মেইল ঠিকানা সহ তাদের কেওয়াইসি বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করেননি, তাদের শেয়ার সার্টিফিকেট (সামনে এবং পিছনে), প্যান কার্ডের স্ব-সত্যায়িত অনুলিপি এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়ক নথিগুলির অনুলিপি সহ www.mdpl.in উপলব্ধ যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর-১ জমা দিয়ে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সদস্যরা সহ যারা ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করছেন বা যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা ২৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখের পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে তাদের ভোট দিতে পারেন।

আরও অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিতগুলি লক্ষ্য করুন :

ক. নোটিস পাঠানোর সমাপ্তির তারিখ: বৃহস্পতিবার, ০২ নভেম্বর, ২০২৩।

খ. ই-ভোটিং শুরুর তারিখ ও সময়: শুক্রবার, ০৩ নভেম্বর, ২০২৩ **(সকাল ৯.০০টা আইএসটি)**

গ. ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময়: শনিবার, ০২ ডিসেম্বর, ২০২৩ **(বিকাল ৫.০০টা আইএসটি)**।

ঘ) এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির সদস্যরা, ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তারা তাদের ভোট দিতে পারেন। শনিবার, ০২ ডিসেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫:০০টার পর ই-ভোটিং -এ অনুমতি দেওয়া হবে না এবং এটি এমনভাবে বিবেচনা করা হবে যেন এই ধরনের সদস্যদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়া যায়নি।

ঙ) বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.somanyceramics.com, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহর ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com -এ পাওয়া যাচ্ছে। যেসব সদস্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তারা উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটগুলি থেকে এটি ডাউনলোড করতে পারেন। ই-ভোটিং নির্দেশাবলীর জন্য, সদস্যরা নোটিশের নির্দেশাবলী পড়তে পারেন। ই-ভোটিং সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগের জন্য, সদস্যরা মিঃ রাকেশ দালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সিডিএসএল, এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এনএম জোশী মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩ -কে জানান অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com -এ একটি ইমেল পাঠান বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫৩৩ -এ কল করুন। পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ/প্রশ্নগুলি কোম্পানির আরটিএ-এ mdpldc@yahoo.com -এ পাঠানো যেতে পারে।

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৩, মঙ্গলবার বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ, সিডিএসএল এবং কোম্পানির আরটিএ-তে জানানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.somanyceramics.com -তেও প্রদর্শিত হবে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
(অম্বরীশ জুলকা)
স্থান: নয়ডা — **সিনি. জেনারেল ম্যানেজার (লিগাল) এবং কোম্পানি সেক্রেটারি**
তারিখ: ২ নভেম্বর, ২০২৩ — **সদস্য নং: F4484**

পঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ বঁক (भारत सरकार का उपक्रम) **Punjab & Sind Bank** (A Govt. of India Undertaking) — Where service is a way of life

পরিশিষ্ট IV
[রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যশোর রোড ব্রাঞ্চ
৩০, যশোর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৮, ই-মেল আইডি : k1373@psb.co.in

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৮.০৭.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী সিদ্ধার্থ নাগ এবং শ্রী সৌমেন সাহা (জামিনদাতা)** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১১,৭০,২১৩.৭১ টাকা** (এগারো লাখ সত্তর হাজার দুশো তেরো টাকা এবং একাত্তর পয়সা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **১১,৭০,২১৩.৭১ টাকা** (এগারো লাখ সত্তর হাজার দুশো তেরো টাকা এবং একাত্তর পয়সা) টাকা সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জে/০৭/০৭০৬ অষ্টমতলে, পরিমাণ ৪৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ভবন নং জে(৩-৭), সিঁড়ি নং ০৭, ফেজ -১বি, স্পার্স ব্লক এর, সংশ্লিষ্ট অংশ "এসপি-সুখবৃষ্টি" প্রকল্প অবস্থিত প্লট নং ই/১, অ্যাকশন এরিয়া -৩, মাস হাউসিং কমপ্লেক্স, দুই বেড রুম, এক লিভিং রুম, এক কিচেন, এক ব্যালকনি এবং দুই টয়লেট সমন্বিত, থানা-নিউ টাউন, কলকাতা- ৭০০১৩৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, অনুযায়ী **শ্রী সিদ্ধার্থ নাগ** এর নামে, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর- রাজারহাট, নিউ টাউন, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৪০ ফুট চওড়া অ্যাকশন এরিয়া রোড, পূর্বে : প্রেমি. নং সিই/১/জি/১৫৯, দক্ষিণে : খালি জমি, পশ্চিমে : প্রেমি. নং সিই/১/জি/২৫ সমন্বিত।

তারিখ : ৩১.১০.২০২৩ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা — **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক**

আইনি নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী সত্যজিৎ দাস, পিতা প্রয়াত শান্তিময় দাস, সাকিন সি/৩, ৫৩ পল্লি, ডা. এন এন বাগচি রোড, পো- বারাকপুর, থানা-টিটাগড়, পিন- ৭০০১২০, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, মূল বিক্রয় দলিল (দলিল নং ০৪৪৮২/২০০৩), চিড়িয়ামোড়, বি টি রোড, টিটাগড়, হারিয়ে ফেলেছেন, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে টিটাগড় থানায় ৩১.১০.২০২৩ তারিখে জেনারেল ডায়েরি (জিডিই নং ১৯৯১) দাখিল করেছেন। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নথি পেয়ে থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তমাল চক্রবর্তী
অ্যাডভোকেট,
বারাকপুর কোর্ট,
যোগাযোগ নং ৬২৯১০৭২৪৭৪

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড
CIN L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬
সংশ্লিষ্ট রেকর্ড তারিখ
স্থগিতের বিজ্ঞপ্তি
২ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের সংবাদপত্র প্রকাশনার মাধ্যমে, শেয়ারহোল্ডারদের ১০ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে রেকর্ড তারিখ ধার্য করা হয়েছিল, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ প্রদানের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের যোগ্যতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হয় ৩ নভেম্বর, ২০২৩-এ অনুষ্ঠিতব্য বোর্ডের সভায়। অনুগ্রহ করে আরও অবগত হোন যে **উল্লিখিত রেকর্ড তারিখ ১০ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের নোটিশ অনুযায়ী সোমবার, ১৩ নভেম্বর, ২০২৩**-এ স্থগিত করা হয়েছে।
ডব্লুপিআইএল লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
(ইউ চক্রবর্তী)
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)
এবং কোম্পানি সেক্রেটারি
প্রয়োগ আধিকারিক
তারিখ : ২ নভেম্বর ২০২৩
স্থান : কলকাতা

যুকো বঁক UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক (শরৎ বোস রোড ব্রাঞ্চ)
১৩৬/এ, রাসবিহারি এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২৯
ফোন : ০৩৩-২৪৬৬-৯২৮১, ০৩৩-২৪৬৩-৬২৭২
ইমেল : saratb@ucobank.co.in

পরিশিষ্ট -১ নোটিশ

প্রতি,
শ্রীমতি স্বাগতা লক্ষ্মী ঘোষ, পিতা রণেন্দ্র নাথ ঘোষ, ৭১-বি, মহানির্বাণ রোড, থানা-লেক, কলকাতা- ৭০০০২৯,
শ্রীমতি স্বাগতা লক্ষ্মী ঘোষ, পিতা রণেন্দ্র নাথ ঘোষ, ১২/বি, ল্যান্ডস ডাউন প্লেস, ভবানীপুর, কলকাতা- ৭০০০২৯,
শ্রীমতি স্বাগতা লক্ষ্মী ঘোষ, পিতা রণেন্দ্র নাথ ঘোষ, ৫/১/বি, যোগেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর, কলকাতা- ৭০০০২৫,
শ্রী মিঠুন চন্দ্র, পিতা রঞ্জিত চন্দ্র ৫/১/বি, যোগেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর, কলকাতা- ৭০০০২৫,
শ্রী মিঠুন চন্দ্র, পিতা রঞ্জিত চন্দ্র ১২-বি, ল্যান্ডস ডাউন প্লেস, ভবানীপুর, কলকাতা- ৭০০০২৯,
শ্রী মিঠুন চন্দ্র, পিতা রঞ্জিত চন্দ্র, ৭১-বি, মহানির্বাণ রোড, থানা-লেক, কলকাতা- ৭০০০২৯।

রেফা: অ্যাকাউন্ট নং : ১৪৮১০৬১০০০৮৫২২ (গাড়ি লোন) ভেহিকেলের ধরন : মহিন্দ্রা টিইউভি-৩০০, রেজিস্ট্রেশন নং : WB02AM4947, চেসিস নং : MA1NA2VZXJ6A37137, ইঞ্জিন নং VZH6M90295, মেকার এবং মডেল নাম : মহিন্দ্রা অ্যান্ড মহিন্দ্রা লি., মহিন্দ্রা টিইউভি ৩০০ টি ১০ এমএইচএডব্লিউকে ১০০

নিম্নলিখিত ঋণ সুবিধাদি আপনি গ্রহণ করেছেন,

ক্রম নং	সুবিধা	সীমা/অগ্রিম (টাকা)	অবশিষ্ট /বকেয়া (টাকা)
১	এ/সি নং ১৪৮১০৬১০০০৮৫২২ (গাড়ি লোন)	৯,০০,০০০.০০ টাকা	৫,৮১,৯৯৭.৮৮ টাকা
	মোট :	৯,০০,০০০.০০ টাকা	৫,৮১,৯৯৭.৮৮ টাকা ২৮.০৯.২০২৩ অনুযায়ী (৩১.১২.২০২২ পর্যন্ত সুদ ধার্যকৃত)

কিস্তি/সুদ/মূল ঋণ পরিমাণ পরিশোধ না করার কারণে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট(গুলি) অনিয়মিত/নন-পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয় **০১.০৫.২০২৩ তারিখে। ৫,৮১,৯৯৭.৮৮ (পাঁচ লাখ একাশি হাজার নয়শো সাতানব্বই টাকা এবং অষ্টাশি পয়সা) টাকা ২৮.০৯.২০২৩ অনুযায়ী (৩১.১২.২০২২ পর্যন্ত সুদ ধার্যকৃত)** বকেয়া/ওভারডিউ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জ, শুল্ক সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত। সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ এই নোটিশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন সংশ্লিষ্ট ১৫ দিনের মধ্যে সমুদয় বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ভেহিকেল বাজেয়াপ্ত করবে এবং ব্যাঙ্কের বকেয়া সম্পাদিত চুক্তি/নথি অনুযায়ী উশুল করার জন্য বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন এই নোটিশ পাওয়ার পর আপনি কোনক্রমেই সংশ্লিষ্ট ভেহিকেল অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী দায়বদ্ধ হিসেবে বিক্রয়, ইজারা বা অন্যভাবে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকবেন। আমরা আশা রাখি সংশ্লিষ্ট অবস্থা এড়ানোর জন্য অবিলম্বে আপনি বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
দ্রষ্টব্য : পূর্বে ইস্যুকৃত নোটিশ(গুলি) পরিশিষ্ট-১ সম্পর্কিত, প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং বাতিল হিসেবে গণ্য হয়েছে।
তারিখ : ০৩.১১.২০২৩ — **সিনিয়র ম্যানেজার এবং শাখা প্রমুখ**
স্থান : কলকাতা — **ইউকো ব্যাঙ্ক, শরৎ বোস রোড শাখা**

নোটিশ
"ফর্ম নং আইএনসি-২৫এ"
[২০১৪ সালের কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ সংস্থান অধীন]
পাবলিক কোম্পানি থেকে প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স স্নো-ভিউ প্রপার্টিজ লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ৪২সি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা ৭০০০১৯, দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে কোম্পানি ১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিবর্তনের নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৪ ধারা এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।
যেকোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত কোম্পানির অবস্থানের/পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে রেজিস্টার্ড ডাকে বিরোধিতার কারণ এবং স্বার্থের ধরন হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, পশ্চিমবঙ্গ রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ.জে.সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে নোটিশ পাঠাতে পারেন। একটি কপি কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
দরখাস্তকারীর পক্ষে
তারিখ : ০২.১১.২০২৩ — শ্রী নিমেশ দত্ত
স্থান : কলকাতা — ডিরেক্টর
ডিন : ০৭০৪৮৩৮২
ঠিকানা : ৪২সি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ৭০০০১৯

ইন্ডিয়ান বঁক Indian Bank — **ইলাহাবাদ ALLAHABAD**
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট এবং জেলা - হুগলি,
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in
"পরিশিষ্ট - IV-A"
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২২.১১.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রীমতি মুক্তা ব্রহ্ম, শাখা : রাধাগোবিন্দনগর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৬১৫ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্টআপ এরিয়া) ঢাকা এলাকা ৪৮৯ বর্গফুট কমবেশি ফ্ল্যাট নং ১০ পঞ্চম তলে 'নিগমালয় ১', জে

খানাকুলে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটাতে হস্তক্ষেপ জয়প্রকাশ মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: লোকসভা ভোটের আগে খানাকুলে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে চরম অস্বস্তিতে শাসক দল তৃণমূল। এদিন খানাকুল এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব মেটাতে রাজ্য নেতৃত্ব জয়প্রকাশ মজুমদার ও আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার মিটিং করেন। কিন্তু মিটিং চলাকালীন খানাকুলের তৃণমূল নেতা তথা খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি নইমুল হক ও ব্লক তৃনমুল কংগ্রেসের সভাপতি ইলিয়াস চৌধুরির অনুগামীদের মধ্যে বচসা থেকে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয় বলে অভিযোগ। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ব্লক অফিসের কার্যালয়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে

আসরে নামেন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার ও তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। এই বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল নেতা জয় প্রকাশ মজুমদার জানান, এই রকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। ছোটখাটো ঘটনা ঘটতেই পারে। আমরা সকলে এক আছি বলেই তৃণমূল খানাকুলের পঞ্চায়েত সমিতি থেকে পঞ্চায়েত দখল করেছে। বিজেপি বলে কিছু নেই। তিনি আরও বলেন, তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ বলে কেউ পদত্যাগ করতে চায়নি। যাইহোক সাংবাদিক বৈঠকে জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, কোনও বিশৃঙ্খলা হয়নি। সুশৃঙ্খল ভাবেই মিটিং হয়েছে। তবে সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল নেতা জয় প্রকাশ মজুমদার খানাকুলে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নিয়ে সাফাই দিলেও নইমুল হক বনাম ইলিয়াস চৌধুরির মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব অব্যাহত রয়েছে তা কারোর অজানা নয়। জানা যায়, খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। যা লোকসভা ভোটের আগে শাসক দলের কাছে সুখকর নয়। আর এদিন তাদের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব মেটাতে যে বৈঠক হয় তা যে ফলপ্রসূ হয়নি, তা একজন তৃণমূল নেতার বক্তব্যেই পরিষ্কার। এই বিষয়ে খানাকুল ১নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের যুবর কার্যকরী সভাপতি মাসাদুল মল্লিক বলেন, জয়প্রকাশবাবু খানাকুলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে পারেনি। যে অশান্তি হচ্ছে তা মেটেনি। ২০১৯ সাল থেকে আমরা লড়াই আন্দোলন করে খানাকুলে দলটাকে টিকিয়ে রাখি। কিন্তু নইমুল হক বিজেপিতে চলে যায়। ২০২১ সালে দলে এলেও বিধানসভা ভোটে কোনও কর্মসূচি করেনি। তাই ওকে নিয়ে চলা অসম্ভব। দল যদি মনে করে ওকে নিয়ে চলব তাহলে লোকসভা ভোটে আমরা ঘরে বসে যাব। নিজের স্বার্থের জন্য, কোটি কোটি টাকা লুট করার জন্য নইমুল হক পঞ্চায়েত সমিতিতে নিজের পছন্দমতো কর্মাধ্যক্ষ করে। এই বৈঠকে কোনও ফল হয়নি। সবমিলিয়ে এদিন খানাকুলে তৃণমুলের দ্বন্দ্ব মেটাতে রাজ্য নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার হস্তক্ষেপ করলেও তা কতটা ফলপ্রসূ হল তা আগামী দিনে বোঝা যাবে।

মালদায় ঝটিকা সফরে এলেন রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন মালদায় ঝটিকা সফরে এলেও দেখা করলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী মালদা জেলা শিক্ষা শাখার সদস্যদের সঙ্গে। আর তাতেই আপ্লুত হয়েছেন সংশ্লিষ্ট সংগঠনের শিক্ষা শাখার কর্মকর্তারা । অল্পক্ষণের জন্য মন্ত্রী মালদায় থাকলেও তাঁর সামনে সংগঠনের সদস্যরা কয়েকটি সমস্যার কথা তুলে ধরেন। আর এই সমস্যার কথা মন দিয়েও শুনতে দেখা গিয়েছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনকে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের শিক্ষা শাখার পক্ষ থেকেও ফুলের তোড়া দিয়ে এবং উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। বুধবার রাতে উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতায় যাওয়ার পথে মালদা নতুন সার্কিট হাউসে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেন রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি

তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মন সহ বিশিষ্টজনেরা। আর সেই মুহূর্তেই কয়েকটি সমস্যার বিষয় নিয়ে মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের মালদার শিক্ষা শাখার কর্মকর্তারা। সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে সমস্ত বিষয়ে শোনার পর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত বসুর নজরে আনবেন বলেও জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের মালদার শিক্ষা শাখা সংগঠনের সম্পাদক গৌতম রায় জানিয়েছেন, চাকরির ক্ষেত্রে ট্রান্সফার সহ কয়েকটি বিষয় মন্ত্রীর কাছে আমরা তুলে ধরতে পেরেছি। উনি মন দিয়ে আমাদের কথা শুনেছেন এবং সেইসব সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও তিনি দিয়েছেন। পাশাপাশি মন্ত্রীকে এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজার ও সহকর্মীকে খুনের হুমকির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যের পাট শিল্পের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড় টেক্সটাইলের ম্যানেজার ও তাঁর সহকর্মীকে খুনের হুমকির অভিযোগ উঠল বরখাস্ত হওয়া কর্মীর বিরুদ্ধে।

'তোদের কেটে ফেলব,' 'শুট করে দেব!' ওষুধ কিনতে বেরিয়ে এমনই হুমকি শুনতে হল পূর্ব বর্ধমানের 'শক্তিগড় টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজের' ম্যানেজার ও তাঁর সহকর্মীকে।

যাঁর বিরুদ্ধে এমন 'খুনের' হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তিনি হলেন সাময়িক ভাবে বরখাস্ত হওয়া ওই টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজেরই এক কর্মী।

এদিকে পুজোর ছুটি শেষে ওই টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি পুরোদমে চালু হওয়ার পর এই ঘটনা জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় শক্তিগড়ের শিল্পতালুক বড়শুল এলাকায়। খুনের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় জড়িত বরখাস্ত হওয়া কর্মী জাকির হোসেন শেখের বিরুদ্ধে শক্তিগড় থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন ইন্ডাস্ট্রিজের জেনারেল ম্যানেজার নির্মল কুমার গুহরায়।

সেই এফআইআরের ভিত্তিতে পুলিশ ৩৪১, ৩২৩, ৫০৪ এবং ৫০৬ আইপিসি ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শক্তিগড় থানার এক অফিসার বলেন, অভিযুক্তের সন্ধানও চালানো হচ্ছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অসত্য বলে জাকির হোসেন শেখ দাবি করেছেন।

পুলিশকে শক্তিগড় টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজের জেনারেল ম্যানেজার নির্মল গুহরায় জানিয়েছেন, তাঁদের ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র স্টাফ (জেনারেল ম্যানেজার মেইনটেনেন্স বিভাগ) হলেন সুশীল কারাটি। তাঁর সহকর্মী হলেন কমলেশ বেরা। ওষুধ কিনতে এঁনারা দু'জন গত শুক্রবার রাত পৌনে ৯টা নাগাদ বড়শুল সিডিপি স্কুলের কাছে ওষুধের দোকানের দিকে যাচ্ছিলেন। যখন তারা সিডিপি স্কুলের গেটের কাছে পৌঁছন তখন তাদের পিছু নিয়ে মোটর বাইকে চেপে সেখানে পৌঁছন স্থানীয় তাঁতখণ্ড এলাকার বাসিন্দা ইন্ডাস্ট্রির সাসপেন্ড কর্মী জাকির হোসেন শেখ। নির্মল গুহরায়ের অভিযোগ, ওই জায়গায় বাইক থামিয়েই জাকির হোসেন চড়াও হয় তাঁদের ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র স্টাফ সুশীল কারাটি ও কমলেশ বেরার ওপর। এদিকে জাকির হোসেন শেখ বলেন, আমি শক্তিগড় টেক্সটাইলের বরখাস্ত হওয়া কর্মীও নই, আর কাউকে এমন হুমকিও দিইনি। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে। নিজের দাবির স্বপক্ষে সাফাই দিতে গিয়ে জাকির বলেন, 'গত শুক্রবার রাত পৌনে ৯ টা নাগাদ আমি বাইকে চেপে বড়শুলের সিডিপি হাই স্কুলের সামনের রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছিলাম। ওই সময়ে রাস্তার 'অফ সাইড' দিয়ে হাঁটছিলেন দু'জন ব্যক্তি। তার জন্য কোন দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারত। তাই আমি বাইক থামিয়ে রাস্তার 'অফ সাইড' দিয়ে হাঁটা নিয়ে আপত্তি করি। তা নিয়েই ওই দু'জনের সঙ্গে আমার বাদানুবাদ বাঁধে। পরে তা মিটেও যায়। তবে তিনি মনে করছেন, শক্তিগড় টেক্সটাইলের শ্রমিকদের স্বার্থে সবসময় তিনি সরব হন বলেই হয়তো বদলা নিতেই তাঁর বিরুদ্ধে এমন মিথ্যা মামলা কর্তৃপক্ষ করেছে।

রাস্তা থেকে উদ্ধার ডিজিটাল রেশন কার্ড!

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: রেশন বণ্টন দুর্নীতি নিয়ে তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট গ্রেপ্তার করেছে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। এই দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে বর্তমান রাজ্য রাজনীতি। এরই মাঝে বেশ কিছু ডিজিটাল রেশন কার্ড রাস্তার পাশে থাকা ঝোপের মধ্যে পড়ে থাকার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরের সুদর্শনপুর এলাকায় পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে প্রাতঃভ্রমণ করতে গিয়ে স্থানীয় কিছু বাসিন্দারা দেখতে পান, যে রাস্তার ধারে থাকা একটি ঝোপের আড়ালে বেশ কিছু ডিজিটাল রেশন কার্ড পড়ে রয়েছে। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনার খবর দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশকে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ এসে পড়ে থাকা ডিজিটাল রেশন কার্ডগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু এই রেশন কার্ডগুলি কিভাবে ওখানে এল ও কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তা নিয়ে ধন্দে স্থানীয় বাসিন্দারাও। যদিও গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দা মিন্টু দাস জানিয়েছেন, সকালে প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে ১০ থেকে ১২টির মতো ডিজিটাল রেশন কার্ড পড়ে আছে। এমন প্রয়োজনীয় জিনিস রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখে আমাদের সন্দেহ হয়। পরবর্তী সময়ে আমরা পুলিশে খবর দিই। পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে। আমরা চাই, এই রেশন কার্ডগুলো যাদের তারা ফিরে পাক। এবং এই ঘটনায় কোনও রহস্য আছে কিনা সেটাও প্রকাশ পাক।

প্রায় চার বছর ধরে অনুপস্থিত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, স্কুলের সামনে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বছরের পর বছর ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসছেন না দায়িত্বে থাকা দিদিমণি। সহায়িকারাই কোনওরকমে শিশু ও মায়েদের জন্য রান্না করে খাবার দেওয়ার কাজ চালাচ্ছেন। ফলে প্রাক প্রাইমারির পঠন পাঠন একপ্রকার শিকেয় উঠেছে। খাবারের মান নিয়েও বিস্তর অভিযোগ মায়েদের। নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে গর্ভবতী মায়েদের। আর এই সমস্ত অভিযোগকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের রায়না ১ ব্লকের হিজলনা অঞ্চলের বাবরকপুর, পূর্বপাড়া গ্রামের ২২৬ নম্বর আইসিডিএস কেন্দ্রে বিক্ষোভে সামিল হলেন এলাকার বাসিন্দারা। বিক্ষোভকারীদের মূল অভিযোগের তির অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী দিয়া মণ্ডলের বিরুদ্ধে।

দীর্ঘদিন পর অবশেষে দিয়া মণ্ডল খাদ্য সামগ্রী কেনার টাকা পয়সা দেওয়ার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এলে তাকে আটকে রেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমণি দিয়া মণ্ডল নিজের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, বিগত তিন বছর ধরে তার বাচ্চা হওয়ার কারণে বিনা মাইনের ছুটিতে ছিলেন তিনি। বর্তমানে তার বাচ্চা অসুস্থ থাকার কারণে আসতে পারেননি। বর্তমানে তিনি বিনা মাইনের ছুটিতে আছেন।' যদিও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ওই শিক্ষিকার এই সমস্ত দাবি মেনে নিতে নারাজ স্থানীয়রা। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে এই শিক্ষিকাকে বরখাস্ত করে অন্য কোনও শিক্ষিকাকে সেখানে নিয়োগ করা হয় তার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। অন্যদিকে রায়না পঞ্চায়েত সমিতির

নারী ও শিশু দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ কৃষ্ণা মাজি এদিন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিক্ষোভের প্রসঙ্গে বলেন, 'গ্রামবাসীদের অনেকেই ফোন করে তাদের অভিযোগ জানিয়েছেন। দিনের পর দিন এইভাবে একজন শিক্ষিকার অনুপস্থিত থাকায় অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে কেন্দ্রে। খাবারের গুণগত মান নিয়েও অভিযোগ পেয়েছি। ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ত্রিবেণীতে বালি তুলতে গিয়ে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নৌকো নিয়ে গিয়ে গঙ্গার পাশ থেকে সাদা বালি তুলে সেগুলো ভরা হয় পিক আপ ভ্যানে। একেবারে হাতেনাতে ধরল পুলিশ। একসঙ্গে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সঙ্গে আটক করা হয়েছে দুটি পিক আপ ভ্যান ও দুটি নৌকো। হুগলিতে ত্রিবেণী শিবপুর সপ্তর্ষি ঘাটে অভিযান চালানোর সময় ওই ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যায় শিবপুরের সপ্তর্ষি ঘাটের কাছে অভিযান চালায় মগরা থানার পুলিশ। সেই সময়েই দেখা যায় নদীর ধারে কেউ বা কারা দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ একটু এগিয়ে গেলে চোখে পড়ে বালি তোলার বিষয়টি।

ধৃতদের মধ্যে ৪ জনের বাড়ি বাঁশবেড়িয়ায়, বাকিরা কল্যাণীর বাসিন্দা। পুলিশ যাওয়ার আগেই নৌকোয় বালি তোলা হয়ে গিয়েছিল। সেই বালি সমেত দুটি নৌকো আটক করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এই বালি চুরি চক্রে রয়েছে কল্যাণীর গ্যাং। ঈশ্বরগুপ্ত সেতু পেরিয়ে এরা নাকি প্রায়ই ত্রিবেণীতে আসে। ঘাটে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বেআইনিভাবে গঙ্গা থেকে সাদা বালি তোলা হচ্ছে, এই খবর পেয়েই বুধবার ওই অভিযান চালায় পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়।

কোচবিহার থেকে কলকাতা অবধি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ইনসাফ যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: লোকসভা নির্বাচনের আগে নতুন বছরের শুরুতেই ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিয়েছে বামেদের যুব ব্রিগেড। আগামী ৭ জানুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিয়েছে বাম যুব সংগঠন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন। সেই সমাবেশের প্রাক্কালে কোচবিহার থেকে কলকাতা অবধি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ইনসাফ যাত্রা। আগামী ৩ নভেম্বর কোচবিহার থেকে শুরু হচ্ছে বাম যুবদের ইনসাফ যাত্রা। এই সময় কালে রাজ্য জুড়ে ঘটে চলা একাধিক দুর্নীতির প্রতিবাদ, সমস্ত দুর্নীতিবাজদের জেল যাত্রা সুনিশ্চিত করার দাবি নিয়ে এই ইনসাফ যাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি বেকার যুবক যুবতীদের কর্ম সংস্থান, শিল্পায়ণ, স্বচ্ছ প্রশাসন, ধর্মীয় হানাহানি বিদ্বেষ প্রতিরোধ, সকলের জন্য শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে এই ইনসাফ যাত্রা ও ব্রিগেড সমাবেশ বলে সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে। সেই টানা কর্মসূচিকে সফল করতে অর্থ সংগ্রহের জন্য এবার ছোটো ছোটো ভাঁড় পৌঁছে দেওয়া হবে এলাকায় এলাকায়। লক্ষ্মীর ভাঁড়ের মতোই পলিথিনের এই কৌটো পৌঁছে যাবে এলাকায় এলাকায়। কর্মী নেতৃত্বের হাত দিয়ে সমর্থক শুভানুধ্যায়ী বা বাজারের দোকানদারের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে এই কৌটো। তার সাধ্যমতো তিনি জমাবেন এই কৌটোতে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে এই কৌটোগুলি সংগ্রহ করা হবে পুনরায়। সেই অর্থেই ব্রিগেড সমাবেশ এর আয়োজন হবে যুব ব্রিগেডের। ইতিমধ্যে বর্ধমান জেলা কার্যালয়ে এসে পৌঁছে গেছে পলিথিনের ভাঁড়। এলাকায় এলাকায় পৌঁছে দেওয়া হবে তা। এতদিন অবধি টিনের কৌটো বা দলীয় পতাকা পেতে বামেদের অর্থ সংগ্রহ অভিযান দেখা যেত। তৃণমূল সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বা বিজেপির অমৃত কলস যাত্রা ও প্রত্যক্ষ করেছেন সকলে। এবার বাম যুবদের হাত ধরে নতুন এক সংযোজন।

উত্তরপাড়া থেকে হাইজ্যাক হওয়া বাস আমডাঙা থেকে উদ্ধার, অধরা দুষ্কৃতীরা

রতন বোস ● উত্তরপাড়া

শ্রীরামপুর নিউটাউন রুটের হাইজ্যাক করা বাস বৃহস্পতিবার দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙা থেকে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ উদ্ধার করল। পুলিশ সূত্রে খবর শ্রীরামপুর বাস সিন্ডিকেটের অভিযোগ দায়ের করার ভিত্তিতে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ তদন্তে নামে তারপর তারা তল্লাশি চালিয়ে সেই বাসের খোঁজ পায় উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙায় বৃহস্পতিবার দুপুরে। পুলিশ উদ্ধার করে আনে পুলিশ আরো জানিয়েছে তিন লক্ষ টাকা ফাইন্যান্স কোম্পানির পাওনা এবং যারা বাস হাইজ্যাক করার পেছনে ছিল তাদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক রঞ্জন প্রামানিক জানালেন ফাইন্যান্স কোম্পানি টাকা শোধ করলেও বলে টাকা শোধ হয়নি এইভাবে যাত্রীদের নামিয়ে বাস হাইজ্যাক করল দুষ্কৃতীরা। স্টাফদের মারধর করে তুলে নিয়ে গেল পরে তাদের ছেড়ে দেয়, এর বিচার চাই। বালি থানার পুলিশ এখনো বাস উদ্ধার করতে পারেনি, বালি থানা তাদের এফআইআর এর কপি নিয়ে আসতে বলেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা বেলায়। এদিকে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ দুষ্কৃতীদের ধরার উদ্দেশ্যে তল্লাশি চালাচ্ছে।

পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রবীণ তৃণমূলিদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পান্ডবেশ্বর: বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে দলের প্রাক্তন ও প্রবীণদের সংবর্ধিত করল তৃণমূল কংগ্রেস পাণ্ডবেশ্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগ বৃহস্পতিবার বিকেলে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি হয়। হরিপুর কোলিয়ারি বিধায়ক কার্যালয় সংলগ্ন মাঠে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়, দলের ব্লক সভাপতি কিরিটি মুখোপাধ্যায়, পাণ্ডবেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রমা রুইদাস সহ দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতা-নেত্রী ও কর্মী সমর্থকরা।

বিজেপি একটি ন-অর্থক দল, বিজয়া সম্মিলনীতে দাবি কাকলির

সুমন তালুকদার

মধ্যমগ্রাম: সারা দেশব্যাপী বিজেপি কোনও উন্নয়ন করছে না, কোনও অসহায়, দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে না, উপরন্তু দেশের সম্পদ বিক্রি করে দিচ্ছে, বেসরকারিকরণ করছে যেখানেই বিরোধীরা সোচ্চার হচ্ছে সেখানেই বিরোধী কণ্ঠ রোধ করার জন্য কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে লাগিয়ে দিচ্ছে। তার মিথ্যা অপপ্রচার করছে। আসলে বিজেপি দলটা একটা ন-অর্থক দল। এরা পজিটিভ কিছু করে না, পজিটিভ কিছু ভাবতেও পারে না। বৃহস্পতিবার মধ্যমগ্রামের দলীয় কর্যালয়ে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে এসে এমনই মন্তব্য করেন বারাসাতের সাংসদ তথা বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এদিন কাকলি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বারাসাত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরুণ ভৌমিক, দেগঙ্গা ব্লক তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমান বিদেশ, বারাসাত সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ নন্দী, দেবাশিস মিত্র, টিএমসিপির সোহম পাল সহ অন্যান্যরা। এদিন কাকলি নিজের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এক ঘৃণ্য রাজনীতিতে নেমেছেন। কোনও তথ্য প্রমাণ ছাড়াই তৃণমূল নেতা নেত্রীদের বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়াচ্ছেন। আমি তার বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার মানহানির আইনি নোটিস পাঠিয়েছি। সাংসদ আরও বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলার কাজ কেন্দ্রের কাছে প্রশংসিত হচ্ছে। বাংলা পুরস্কৃতও হচ্ছে। অথচ সেই কথা বিরোধীরা কখনই বলছে না। সর্বত্রই একটা ধ্বংসাত্মক রাজনীতি চলছে। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা চারটি সাংগঠনিক জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেই সাংগঠনিক জেলার দায়িত্বে যারা আছেন তারা দক্ষতার সঙ্গেই কাজ করছে। ফলে আমাদের সাংগঠনিক শক্তি মজবুত। ফলে বিজেপির যতই কেন্দ্রীয় এজেন্সিদের দিয়ে আমাদের সহকর্মীদের উপর আঘাত আনার চেষ্টা করুক তাতে কোনও কাজ হবে না।

পঞ্চায়েতের টিকিট বণ্টন নিয়ে ক্ষোভ তেহট্টের বিধায়ক তাপস সাহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পঞ্চায়েতের টিকিট বণ্টন নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহা। কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দিয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে টিকিট বণ্টন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে মঞ্চ ছেড়ে মঞ্চের পেছনে গিয়ে অনুষ্ঠান চলাকালীন মোবাইলে ক্রিকেট খেলা দেখছিলেন তেহট্টের বিধায়ক। টিকিট বণ্টনের ক্ষেত্রে বিধায়কদের কাছ থেকে যে তালিকা চাওয়া হয়েছিল সেই তালিকা অনুযায়ী প্রার্থী দেওয়া হয়নি বলেও ক্ষোভ তাপস সাহার। একই সঙ্গে প্রশ্ন তুললেন পঞ্চায়েতের টিকিট বিক্রির। যদিও তাপস সাহার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নাকাশিপাড়ার বিধায়ক কল্লোল খাঁ টিকিট বণ্টনের ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতির কথা স্বীকার করে নেন। তবে তাপস সাহার কথাকে কোনওমতেই আমল দিতে রাজি নন কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা কালীগঞ্জের বিধায়ক নাসির উদ্দিন আহমেদ। তার দাবি, প্রার্থী তালিকা ঠিক করেছেন আইপ্যাক অর্থাৎ তাপস সাহার যদি কোনও কিছু জানার থাকে তাহলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যান গিয়ে বণ্টনের সম্পূর্ণ বিষয়টি জেনে আসুন। যদিও টিকিট বণ্টনের এমন অভিযোগ নিয়ে বিধায়ক তাপস সাহা রাজ্য নেতৃত্বের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন বলেও দাবি করেছেন। তবে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনীতে বিধায়ক টিকিট বণ্টনের ক্ষোভ উগড়ে দেওয়ায় কিছুটা হলেও তাল কাটল বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলল আউসগ্রামের ঐন্দ্রি মোহান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: মাত্র ১ বছর ১১ মাস বয়সে নাম তুলল ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে। পূর্ব বর্ধমানের আউসগ্রাম জঙ্গলমহল এলাকার একরত্তি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ এবং ৫০টি ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থ বলতে পারে সে তার প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ড কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই তার বাড়িতে এসে পৌঁছেছে মেডেল ও সার্টিফিকেট। ৫০টি ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থ বিভিন্ন রং শরীরের পাঁচটি অঙ্গের নাম দশটি পশুর ডাক নকল, সাতটি জাতীয় প্রতীক চিহ্ন করতে পারে সে এইরকম একাধিক দক্ষতার কারণে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ড নাম উঠেছে আউসগ্রামের এড়াল অঞ্চলের নেউলবাঁধি গ্রামের খুদে ঐন্দ্রি মোহান্ত। বাবা উৎপল মোহান্ত তিনি সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ান। বাবা উৎপল মোহান্ত ও মা কবিতা মোহান্ত মেয়ের দক্ষতার বিষয়ে কি জানান, তাদের মেয়ের এইরকম প্রতিভা তারা বুঝতে পেরে যোগাযোগ করেছিলেন গিনিস বুক অফ রেকর্ডসে, এবং পরের সমস্ত রকমের বিষয় তারা খতিয়ে দেখে তাদের ছোট্ট একরত্তি মেয়েকে স্বীকৃতি দিয়েছে গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুলে। মেয়ের এইরকম প্রতিভায় তারা গর্বিত।

বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ শব্দ বাজি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শারদ উৎসবের প্রাক্কালে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ শব্দ বাজি উদ্ধার করেছিল জামালপুর থানার পুলিশ। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হওয়া ওই সমস্ত নিষিদ্ধ বাজিগুলিকে বৃহস্পতিবার নিষ্ক্রিয় করা হয়। এদিন পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর এলাকার পুলমাথার দামোদর নদের চরে সিআইডির একটি দল, পুলিশ আধিকারি

কংগ্রেসের গাছাড়া মনোভাবে ক্ষতি 'ইন্ডিয়া'র: নীতিশ কুমার

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর: কংগ্রেসের গাছাড়া ভাবের জন্য ক্ষতিই হচ্ছে ইন্ডিয়া জোটের। এমনই দাবি করলেন নীতিশ কুমার। বৃহস্পতিবার পাটনায় সিপিআইয়ের সভায় যোগ দেন নীতীশ। সেখানেই নিজের বক্তব্যে বিরোধী জোট প্রসঙ্গে কংগ্রেসের কড়া সমালোচনা করলেন তিনি। আর নীতিশের এমন মন্তব্যের পরই ইন্ডিয়া জোটে ফাটলের ইঙ্গিত পাচ্ছে রাজনৈতিক মহল।

পাটনায় কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সভায় উপস্থিত ছিলেন বাম দলের শীর্ষ নেতা ডি রাজা। নিজের বক্তব্যে নীতীশ জানান, দেশের বর্তমান অবস্থার বিরোধিতার জন্যই জোট গঠন হয়েছিল। এর পরেই আক্ষেপের সুরে বলেন, 'কিন্তু জোটের অগ্রগতি হচ্ছে না। কংগ্রেস পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত। সব দল একমত হয়েছিল, কংগ্রেসই নেতৃত্ব দেবে। কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে, বিধানসভা ভোটের পরেই পরবর্তী বৈঠকের বিষয়ে আগ্রহী হবে ওরা।' উল্লেখ্য, বিরোধী জোটের প্রথম বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন নীতীশ।

এদিনের সভায় এইসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগ করেন, এখানেও হিন্দু-মুসলমান লড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সুখের কথা হল, বিহার সাম্প্রদায়িক অশান্তি মুক্ত। এইসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে নীতীশ বলেন, 'ওরা দেশের ইতিহাস বদলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে ওদের যে কোনও অবদান নিয়ে তা লোকানোর চেষ্টা করছে।'

ইজরায়েলের ধাঁচেই হামলা হতে পারে ভারতে

সেনাকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর: আচমকা হামলার জন্য তৈরি থাকতে হবে-ভারতীয় সেনাকে সাফ এই বার্তা দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ইজরায়েলের উপর হামাসের হামলার পরেই এই বার্তা গিয়েছে সেনাকর্তাদের উদ্দেশে। জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের ধাঁচে ভারতের মাটিতেও হামলা হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। সীমান্ত এলাকায় জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ রুখতে দ্রুত বেশ কিছু অস্ত্রও কিনেছে সেনা।

গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের উপর আচমকা হামলা চালায় হামাস জঙ্গিরা। সূত্রের খবর, তার পরেই এই হামলা নিয়ে আলোচনায় বসে ভারতের বেশ কয়েকটি সশস্ত্র বিভাগের প্রধান, গোয়েন্দা বিভাগ ও বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকরা। তার পরেই সেনাকে বিশেষ বার্তা দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। রাজনাথ সিং বলেন, সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্যও তৈরি থাকতে হবে। তার পর থেকেই বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে ড্রোন-সহ একাধিক অস্ত্র কিনেছে ভারত।

কাশ্মীর সীমান্তের পাশাপাশি জলপথেও জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ আটকানোর চেষ্টা চালাচ্ছে ভারত। কড়া পদক্ষেপ করছে নৌসেনা। তাছাড়াও পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকেও যেন কোনওমতেই জঙ্গি অনুপ্রবেশ না ঘটে, তার জন্য কড়া নজরদারি চালাচ্ছে সেনা। প্রসঙ্গত, সীমানা পেরিয়ে আচমকাই ইজরায়েলে ব্যাপক হামলা চালায় হামাস জঙ্গিরা। ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে একই ধাঁচের হামলা যেন না হয় তার জন্য সতর্ক সেনা।

জানা গিয়েছে, ইজরায়েল-হামাস দ্বন্দ্বের দিকেও নজর রাখছে ভারত। দেশের কূটনীতিকদের অনুমান, এই সংঘর্ষ এখনই থামার নয়। হামাসকে একেবারে ধ্বংস করে তবেই থামবে ইজরায়েল। অন্যদিকে, এই যুদ্ধে ইরানও শামিল হতে পারে বলে ভারতের আশঙ্কা। তবে হামাস হামলা থেকে শিক্ষা নিয়ে সতর্ক থাকতে চাইছে ভারত।

ইজরায়েলকে পুরোপুরি ধ্বংস করার হুমকি দিল হামাস

গাজা, ২ নভেম্বর: গাজায় তীব্র লড়াই চলছে প্যালেস্টাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস ও ইজরায়েলের সেনার মধ্যে। সুন্নি জেহাদিদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই এখন ইজরায়েলের লক্ষ্য। পালটা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে হামাসও। ইহুদি দেশটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়েছে তারা। 'আবারও ৭ অক্টোবর হবে' এবার এমনই হুমকি দিল হামাস।

লেবাননের এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হামাসের রাজনৈতিক শাখার এক আধিকারিক ঘাজি হামাদ হুমকি দিয়ে জানিয়েছে, আল-আকসা ফ্লাড শুধু একবার করা হয়েছে এমন নয়। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থবারও করা হবে। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই যুদ্ধে আমাদের যারা শহিদ হয়েছেন তাঁদের বলিদান আমাদের কাছে গর্বের। আমাদের দেশে ইজরায়েলের কোনও জায়গা নেই। আমাদের এই দেশটির অস্তিত্ব মুছে ফেলতে হবে কারণ এরা আরব ও ইসলাম জাতির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সেটা নিরাপত্তার ক্ষেত্রেই হোক বা সামরিক কিংবা রাজনৈতিক দিক থেকে। আমাদের ইজরায়েলকে শিক্ষা দিতেই হবে। সেদিন হামাসের আক্রমণ ন্যায্য ছিল। আমরা এই কাজ বারবার করব। ৭ অক্টোবরের হামলা নিয়ে এই হামাস আধিকারিকের বক্তব্য, ওরা নয় আমরাই সাম্রাজ্যবাদের শিকার। তাই আমরা যা করছি তার জন্য কারও উচিত নয় আমাদেরকে দোষারোপ করা। গত ৭ অক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবর যা যা হয়েছে তা সব কিছুই ন্যায়সঙ্গত। ২৩ অক্টোবরের এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করেছে কয়েকটি ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা। ফলে ইজরায়েল যতই হামসকে মুছে ফেলতে অগ্রসর হোক না কেন হামাসও ফের আল আকসা ফ্লাডের মতো অভিযান চালিয়ে ভয়ংকর হত্যালীলা চালাবে তা আবারও স্পষ্ট হয়ে গেল।

বলে রাখা ভালো, যতদিন যাচ্ছে আরও রক্তক্ষয়ী হয়ে উঠছে লড়াই।

ঘুষ নিতে গিয়ে রাজস্থানে গ্রেপ্তার দুই ইডি আধিকারিক

জয়পুর, ২ নভেম্বর: ভোটমুখী রাজস্থানে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তৎপরতা নিয়ে সরব হয়েছে কংগ্রেস। কদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের ছেলে বৈভবকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি, পাশাপাশি মরুরাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি গোবিন্দ সিং দোতাসারার বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। এবার সেই ইডি আধিকারিকাদের বিরুদ্ধেই ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠল। রাজস্থান পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখা গ্রেপ্তার করেছে ওই দুই অভিযুক্তকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সির উচ্চপদস্থ আধিকারিক নাভাল কিশোর মিনা এবং তাঁর সহযোগী বাবুলাল মিনার বিরুদ্ধে। একটি চিটফান্ডের মামলার তদন্ত বন্ধ করার বিনিময়ে দুই ইডি আধিকারিক ১৫ লক্ষ টাকা ঘুষ নেন বলে অভিযোগ। ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে পাকড়াও করা হয় তাঁদের। এর পরেই গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তদের। ওই অধিকারিকদের বাড়িতেও তল্লাশি চালাচ্ছে দুর্নীতি দমন শাখা।

প্রসঙ্গত, ভোটের মুখে ইডির তৎপরতা নিয়ে করেছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। কংগ্রেস সভাপতির বাড়িতে তল্লাশি অভিযান এবং ছেলেকে সমন পাঠানো নিয়ে গেহলট বলেন, 'আমি যা বলে আসছিলাম আপনারা নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছেন। রাজস্থানে রোজ রোজ ইডির রেড এইজন্যে হয়, যেহেতু বিজেপি চায় না রাজ্যের মহিলা, কৃষক এবং দরিদ্ররা কংগ্রেসের দেওয়া গ্যারান্টির সুবিধা পান।' এই বিষয়ে সরব হয়েছিলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

পাকিস্তান ছাড়ার হিড়িক আফগান শরণার্থীদের মধ্যে

ইসলামাবাদ, ২ নভেম্বর: অক্টোবরের গোড়াতেই প্রায় ১৭ লক্ষ অভিবাসীকে দেশ ছাড়ার নির্দেশ আগেই দিয়েছে পাকিস্তান। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই আফগান। বুধবার অর্থাৎ ১ নভেম্বরের মধ্যেই তাঁদের দেশ ছাড়তে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছিল ইসলামাবাদ। সোমবার ১৭৪টি ট্রাকে ১৪৯টি পরিবার পাকিস্তান ছেড়েছেন। পাক ফৌজের হাতে হেনস্তার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত বহু আফগান শরণার্থীও সীমান্ত পেরিয়ে দেশে ফিরতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই সেদেশ ছেড়ে গিয়েছেন ৮৬ হাজার আফগান শরণার্থী।

পাক-আফগান সীমান্তবর্তী খাইবার-পাখতুনখোয়া এবং বালুচিস্তান প্রদেশের বিভিন্ন চেকপোস্টে দেখা গিয়েছে আফগানিস্তানের মানুষ ও যানবাহনের দীর্ঘ সারি। আটের দশকে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনার অনুপ্রবেশ এবং মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে তাদের লড়াই শুরুর পর থেকে পাকিস্তানে মূলত পাশতুন জনগোষ্ঠীর শরণার্থীদের ভিড় শুরু হয়েছিল। দু'দশক আগে আফগানিস্তানে আমেরিকার সেনা অভিযান শুরুর পরও কয়েক লক্ষ আফগান নাগরিক প্রাণভয়ে পাকিস্তানে চলে এসেছিলেন।

মূলত পাক-আফগান সীমান্ত লাগোয়া খাইবার-পাখতুনখোয়া এবং বালুচিস্তান প্রদেশে তাঁদের বসবাস। পাক সরকারের দাবি, তাঁদের সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। যদিও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সমীক্ষায় তা সাড়ে ১৭ লক্ষের আশপাশে। এদিকে, ইতিমধ্যেই এর প্রভাব পড়েছে পাকিস্তানে অবস্থিত স্কুলগুলোতে। আফগান পড়ুয়াদের জন্য দরজা বন্ধ করে দিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। মনে করা হচ্ছে, এর ফলে সবচেয়ে বেশি সমস্যার মধ্যে পড়ল আফগান ছাত্রীরা। হয়তো বহু ছাত্রীরই পড়াশোনা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। এর পর দেশে ফিরে গেলেও তাদের আর পড়াশোনার সুযোগ হবে না। কারণ তালিবান সরকার ইতিমধ্যেই আফগানিস্তানে প্রাথমিক শিক্ষাটুকুর পরই সেদেশের মেয়েদের পড়াশোনার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়েছে।

দীর্ঘ দিন ধরে আফগান শরণার্থীদের জন্য বিপুল অঙ্কের আন্তর্জাতিক অর্থসাহায্য এবং ত্রাণ পেয়েছে ইসলামাবাদ। কিন্তু ২০২১ সালে কাবুলে তালিবানের ক্ষমতা দখলের পরে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ নিয়ে দুদেশের বিরোধ শুরু হয়। সেই সঙ্গে পাক সেনার সঙ্গে লড়াইয়ে বিদ্রোহী গোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান (টিটিপি)-কে কাবুলের মদতের অভিযোগ ঘিরেও দু'তরফের টানাপোড়েন শুরু হয়। জানা যাচ্ছে, মূলত দুটি কারণে অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসলামাবাদ।

প্রথমত, দেশের বেহাল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বাড়তি ব্যয় বহনে অক্ষমতা। দ্বিতীয়ত, নিরাপত্তা সংক্রান্ত সঙ্কট।

প্রপটেক চ্যালেঞ্জে প্রথম ডিসরাপটেক ২.০

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর: দেশের বৃহত্তম প্রপটেক চ্যালেঞ্জের দ্বিতীয় বারের বিজয়ী হয়েছে ডিসরাপটেক ২.০। দেশের বৃহত্তর রিয়েল এস্টেট কলসালন্টিং ফার্মের মধ্যে অন্যতম সিবিআরই সাউথ এশিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এই ঘোষণা করেছে। ন্যাসকম স্টার্টআপের সঙ্গে যৌথভাবে এই প্রপটেক চ্যালেঞ্জের আয়োজন করা হয়েছিল। মুম্বই ভান্দ সুপার বোল্টার ও বেঙ্গালুরু ভি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

উত্তরাখণ্ড গ্লোবাল ইনভেস্টর সামিটে একাধিক মউ স্বাক্ষর

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর: উত্তরাখণ্ড গ্লোবাল ইনভেস্টর সামিটে ৯৪ হাজার কোটি টাকার মউ স্বাক্ষর হয়েছে। আমদাবাদে একটি রোড শোয়ে অংশগ্রহণ করার পর দিল্লিতে ফিরে এমনটাই ঘোষণা করলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। উল্লেখ্য, এই সামিটের অংশ হিসেবে লন্ডন, বার্মিংহাম, দিল্লি, দুবাই, আবু ধাবি, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু ও আমদাবাদে এই রোড শোর আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন বিনিয়োগকারী গ্রুপের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানান। যার ফলস্বরূপ পর্যটন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ফার্মা, কৃষি, বিদ্যুৎ, পরিকাঠামো, আতিথেয়তা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

আমেরিকার হ্যালোইনে জেলেনস্কির সাজে মার্কিন বিদেশ সচিবের ছেলে

ওয়াশিংটন, ২ নভেম্বর: হোয়াইট হাউসে হইহই করে পালন হয়েছে হ্যালোইন। সেখানেই দেখা গেল ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মতো পোশাকে সেজেছে মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের ছেলে। গত দেড় বছর ধরে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলতে থাকা যুদ্ধে জেলেনস্কি বাহিনীর পাশে রয়েছে ওয়াশিংটন। এবার উৎসব উদযাপনেও কিয়েভের প্রতি নিজেদের সমর্থনকে আরও একবার তুলে ধরা হল।

হ্যালোইন উপলক্ষ্যে হোয়াইট হাউসে আয়োজন করা হয়েছিল বিশেষ অনুষ্ঠানের। উপস্থিত ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সেখানেই দেখা যায় অভিনব সাজে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের দুই সন্তান। মার্কিন সচিবের ছেলের পরনে ছিল জেলেনস্কি মতো পোশাক। গাঢ় সবুজ রঙয়ের সোয়েট শার্ট। অন্যদিকে, মেয়ের পরনে ছিল নীল-হলুদ রঙের পোশাক। যা দেখতে ইউক্রেনের পতাকার মতো। এই প্রেক্ষিতে, বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, উৎসব উদযাপনেও কিয়েভের প্রতি নিজেদের সমর্থনকে প্রদর্শন করে রাশিয়াকে বার্তা দিতে চেয়েছে আমেরিকা।

এদিকে, আক্রমণ পালটা আক্রমণে এখনও বজায় রয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ঝাঁজ। শুরুর দিকে বিপাকে পড়লেও গত কয়েক মাসে মস্কোকে পালটা মার দিয়ে রণক্ষেত্রের ছবি বদলে দিয়েছে কিয়েভ। এর পিছনে মদত রয়েছে আমেরিকার। রুশ সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করতে শক্তি জুগিয়ে যাচ্ছে ওয়াশিংটন। সেপ্টেম্বর মাসেই ইউক্রেনে গিয়ে জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেন ব্লিঙ্কেন। খতিয়ে দেখেন যুদ্ধ পরিস্থিতি। 'কাউন্টার অফেন্সিভ'-এর তীব্রতা আরও শক্তিশালী করতে একশো কোটি ডলারের সামরিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন তিনি।

Abridged form of 4 (Four) nos e-NIT
Circulation memo no-418 (3)/RGP/2023 dated- 02.11.2023, Online applications are hereby invited from intending bidders for 7(Seven) nos works under Raipur Gram Panchayat. Last date of application **11.11.2023 upto 1.00 PM.** Other details may be seen from **"http://wbtenders.gov.in"** & office Notice Board.
(M) 8145245517
Sd/- Prodhan, Raipur G.P, Domkal, Murshidabad

Tender invited by Pradhan, Kalinga Gram Panchayat (under Chapra Panchayat Samiti), P.O. Ichhapur, Dist. Nadia, **NIT No. 11/2023-24 Dt. 02.11.2023, vide Memo No. 1887/ KGP/ 2023 Dt. 02.11.2023.** Last Date of Aplication **07.11.2023** and last date of submission- **10.11.2023 at 2.00 pm.** for details please contact to the office.
Sd/- Pradhan, Kalinga Gram Panchayat

Notice Inviting Tender
The E-Bids is hereby invited on behalf of the Chairman, Ashokenagar - Kalyangarh Municipality.
Tender ID: 2023_MAD_598860_1 TO 2023_MAD_598860_3
Bid Submission End Date: 18-Nov-2023 06:00 PM
for details, please see website at **www.wbtender.gov.in.**
Sd/- Chairman, Ashokenagar-Kalyangarh Municipality

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
The Chairman invites e-Tender(Online) for the work of "Repairing Of Drain At Pathi Parsastha Bazar At Ward No-14 & Construction Of Ward Office At Ward No -18 under Baranagar Municipality", NIeT No: WBMAD/BM/PWD/NIT-74(e)/2023-24 Dated: 01/11/2023, Tender **ID No. 2023_MAD_ 598590_1 & 2023_MAD_ 598590_2.** Bid submission of end date (Online) is **17.11.2023 up to 4.55 P.M.** For details please log on to **www.wbtenders.gov.in** and visit **www.baranagarmunicipality.org**
Sd/- Chairman

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O. - Panihati, P.S.-Khardah, Dist. - North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No. - 033 2553-2909; Fax: 033 2553 1487
Tender Notice No. PM/PWD/IT/ 2023-2024/04 (2nd Call)
Tender ID. - 2023_MAD_598381_2
Bid Submission Start Date- 03-November-2023 10:00 PM. Bid Submission End Date- 18- November -2023 05:00 PM.
Tender Notice No. PM/PWD/IT/ 2023-2024/01 (3rd Call)
Tender ID. - 2023_MAD_598078_1
Bid Submission Start Date- 02-November-2023 10:00 PM. Bid Submission End Date- 18- November -2023 05:00 PM.
Tender Notice No. PM/PWD/IT/ 2023-2024/01 (2nd Call)
Tender ID. - 2023_MAD_598289_1 to **2023_MAD_598289_9**
Bid Submission Start Date- 02-November-2023 10:00 PM. Bid Submission End Date- 18- November -2023 05:00 PM.
Sealed Tenders prescribed forms are hereby invited by the Executive Officer, Panihati Municipality from the bonafide contractors/firms/agencies having experience in civil work. Repairing & Renovation, Construction of Road, Drain, different types of works for different wards & Construction of Civil works, Ward no.-03, 08,10, 13,17,18,19,22,35 under Panihati Municipality. For details please see the website **www.panihatimunicipality.in** & **https://wbtender.gov.in**
Sd/ Executive Officer, Panihati Municipality

NOTICE
Notice Inviting Tender No. 06 of 2023-2024 of Assistant Engineer, Lalbag Sub Division, P.W.Dte. (Abridged)
Sealed Tenders are hereby invited from the eligible Contractors in connection with the execution of works. The details are available on the Notice Board of office of the undersigned and official website of P.W.D. **[www.wbpwd.gov.in]**. Last date & Time limit of submission of application is **07.11.2023 upto 12:00-O-Noon.**
Memo No. 924, Dated: 30.10.2023 of Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W.Dte.
Sd/- Assistant Engineer, Lalbag Sub Division, P.W.Dte.

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700 028
""DUM DUM MUNICIPALITY has extended the last day for dropping bid in Govt website "wbtenders.gov.in." for work related to "Digital Survey for General Valuation (Revisional Assessment) of Lands & Buildings under Dum Dum Municipality -2nd Call. vide memo no 827/DDM/GEN/23-24 Dtd 13.10.2023, published online on 17.10.2023, Last Date for Dropping Bids is 07.11.2023 and technical bid opening is 09.11.2023. Also published various tenders in the Govt website: "wbtenders.gov.in." related to Imp/Const/Renovation/Repair work/Beautification of Roads/Drains/Play grounds vide memo no 840/DDM/GEN/23-24 Dtd 17.10.2023 published online on 02.11.2023 , Last Date for Dropping Bids- 15.11.2023, bid opening dates-17.11.2023. One more tender related to "Repair/ Renovation of 1st and 2nd floor of Mangal Pandey Bhawan Community Hall in Ward No 19" vide memo no 773/DDM/GEN/23 Dtd 03.10.23, published online on 31.10.23, bid opening date is 7.11.23
Sd/- Chairman, Dum Dum Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
AIC/Agro/e-EOI/2023-24/49 Dated. 02-11-2023
e-EOI is invited by the Aronimist on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Nurseries/ Firms/ Companies for their Empanelment or supply of Saplings & Agri-Inputs under different Government Schemes within West Bengal. EOI document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Application submission start date- **02-11-2023 after 6.00 am.** Application submission end date- **24-11-2023 before 3.00 pm** as per e-EOI.
Dater: 02.11.202 **Sd/- Agronomist**

Tender Notice
On behalf of Brajaballavpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl. No.		NIT No. Scheme name & Estd Cost,
1	Construction of 2 nos Segregation Cage and 2 nos Segregation Storage Shed	1) Construction of 2 nos Segregation Cage and 2 nos Segregation Storage Shed for decentralized solid waste management of Brajaballqavpur G.P., NIT -322/ SBM(G)/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 388049.00
2	Supply of Electrically operated mechanical garbage van	1) Supply of Electrically operated mechanical garbage van (E-Cart) of approved make of 0.5 ton load carrying capacity fitted with 1000 a,h approved make battery with 6 pcs garbage bucket ,one E-Rikshaw, NIT -323/ SBM(G)/BGP/NIT /2023, Scheme Cost- 320000.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1-2 is : 10/11/2023, 11-00 a.m.
For details Pradhan Mob-9593018053 Up Pradhan Mob-7407741092/brajaballavpurgrampanchayaet @gmail.com
Sd/- Prodhan, Brajaballavpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE
DAKSHIN GANGADHARPUR GRAM PANCHAYAT
Vill:Matilal, P.O.:Durganagar, P.S.Dholahat, PIN:743399
ABRIDGED NIT
On behalf of Dakshin Gangadharpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids through e-tendering process for const. of Twelve(14) nos Civil works within the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L.Cess are Rs. 1,65,590/-, 1,65,590/-, 1,65,590/-, 1,65,590/-, 1,65,590/-, 1,65,590/-, 1,65,590/-, 1,65,590/-, 1,65,590/-, 1,65,590/-, 4,61,528/- 2,93,146/-, 2,88,875/-, 5,18,770/-, 7,79,674 and Tender IDs are 2023_ZPHD_597722_1, 597724_1, 597727_1, 597729_1, 597731_1, 597732_1, 597735_1, 597786_1, 597788_1, 597789_1, 597794_1, 597795_1,597801_1,597803_1 respectively. The last Date of submission of Bid (online) is 17/11/2023 & 25/11/2023 up to 01:00 PM. For details please visit **https://wbtenders.gov.in.** Gram Panchayat. For details please visit to our GP Office.
Sd/ Pradhan, DakshinGangadharpur GP

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-Quotation and E-tenders are invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Total Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1	Supply and delivery at site of ISI Mark Socket and Spigot jointing system, centrifugally cast K9 types Pipes conforming to IS 8329: 2000 with latest amendments in standard length as per NIeQ within Beldanga Municipal area for Water Supply Scheme Under AMRUT 2.0.	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeQ-02/ 2023-24 (2 nd Call)	N.A.	30.11.2023 at 5:00 PM.
2	Construction of 4 (Four) no. Drains	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-09/ 2023-24	40.43 Lakh	21.11.2023 at 5:00 PM.
3	Construction of 9 (Nine) no. Roads & Drains	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-10/ 2023-24	60.07 Lakh	
4	Construction of 12 (Twelve) no. Roads & Drains	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-11/ 2023-24	41.77 Lakh	
5	Construction of 4 (Four) no. Roads & Drains	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-12/ 2023-24	96.62 Lakh	
6	Construction of 15 (Fifteen) no. Roads	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-13/ 2023-24	36.21 Lakh	
7	Construction of 16 (Sixteen) no. Drains	WB/MAD/ULB/ BEL/NIeT-14/ 2023-24	48.19 Lakh	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৩৭, তারিখঃ ০১.১১.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, এস অ্যান্ড টি, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **'ই'-টেন্ডার নং. এসডিএসটিই/সিগ/টি/২১/২৩-২৪/এসএফ। স্থানসহ কাজের নামঃ** কৃষ্ণনগর সিটি জং. (কেএনজে) - লালগোলা (এলজিএল) শাখায় ইন্টারলকড এলসি গেট সমূহে স্লাইড বুম এবং রোড সিগন্যাল-এর ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ১,৯৮,৩৩,১৪২.১৭। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিনঃ** ₹ ২,৪৯,২০০.০০। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ০৯ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখঃ** ১৪.১১.২০২৩। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখঃ** ২৮.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখঃ** ২৮.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো ৩০মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলিঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরণের কাজ (সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০%-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০%-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০%-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলিঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি=কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন=কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করতে হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-VIবি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদিঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজঃ** এই টেন্ডারের কাজের জন্য সমতুল ধরনের কাজ বলতে "প্যানেল ইন্টারলকিং অথবা রুট রিলে ইন্টারলকিং অথব্য ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং অথবা আইবিএইচ অথব্য অটোমেটিক সিগন্যালিং অথবা এলসি গেট ইন্টারল

বিশ্বকাপে রেকর্ড গড়ে জয়! শামির পাঁচ উইকেট, শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সাতে সাত রোহিতদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের ম্যাচ! খাতায়-কলমে তেমনই। খেলা দেখে অন্তত বিশ্বকাপের আঁচ পাওয়া গেল না। সেমিফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করার পথে ভারতের ব্যাটার, বোলারেরা আয়েশ করে অনুশীলন সেরে নিলেন।

ওয়াংখেড়ের ২২ গজে খেলা শুরু হওয়ার আগে বিরাট কোহলির নাচ দেখা গিয়েছিল। তিনি বিরাট জয়ের আগাম পূর্বাভাস পেয়ে গিয়েছিলেন? ২০১১ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে এই মাঠে এই শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মহেন্দ্র সিংহ ধোনির ভারত। ভুল বলা হল এই শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সেই দলের মিল নেই। মুথাইয়া মুরলিথরন, কুমার সাঙ্গাকারা, লসিথ মালিঙ্গা, তিলকরত্নে দিলশান, অজন্তা মেন্ডিসরা ছিলেন সেই দলে। সেই দলে ছিলেন মাহেলা জয়বর্ধনে এবং অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ। এ বারও তাঁরা রয়েছেন। জয়বর্ধনে রয়েছেন দলের ব্যাটিং পরামর্শদাতা হিসাবে। চোট জর্জরিত শ্রীলঙ্কা শিবির প্রতিযোগিতার মাঝ পথে উড়িয়ে এনেছে 'বুড়ো' ম্যাথিউজকে। তা দিয়ে ফর্মে থাকা ভারতীয় দলকে আটকানো সম্ভব ছিল না। শ্রীলঙ্কা পারলও না।

শ্রীলঙ্কা ভারতের সেমিফাইনাল যাত্রায় বিঘ্ন ঘটাবে, এমন হয়তো ভাবেননি অধিনায়ক কুশল মেন্ডিসও। তাই বলে এমন অসহায় আত্মসমর্পণ! যে দলের হয়ে এক সময় খেলেছেন অর্জুন রণতুঙ্গা, অরবিন্দ ডি'সিলভা, সনৎ জয়সূর্যের মতো ক্রিকেটার।

টস জিতে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মেন্ডিস। ঘরের মাঠে রান পেলেন না রোহিত শর্মা (৪)। অধিনায়ক ম্যাচের দ্বিতীয় বলেই আউট হওয়ায় ওয়াংখেড়ের গ্যালারিতে গুমোট নেমে এসেছিল। তা দ্রুত কাটিয়ে দিলেন বিরাট কোহলি, শুভমন গিলেরা। শ্রীলঙ্কার ফিল্ডারদের কার্যত দাঁড় করিয়ে রেখে তাঁদের শট ছুটল বাউন্ডারির দিকে। দর্শক হয়ে দেখতে হল প্রতিপক্ষের বোলারদের। ২২ গজের কোথায় বল ফেললে কোহলি, শুভমনের আগ্রাসনে রাশ টানা যাবে, তা ঠাওর করতেই পারলেন না তাঁরা। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে কোহলি-শুভমন তুললেন ১৮৯ রান। কোহলি করলেন ৮৮ রান। ৯৪ বলের ইনিংসে মারলেন ১১টি ছয়। উইকেটের অন্য প্রান্তে শুভমনের ব্যাট থেকে এল ৯২ বলে ৯২ রানের ইনিংস। ১১টি চার এবং ২টি ছয় দিয়ে সাজালেন নিজের ইনিংসটি। দু'জনকেই শতরান পেতে দিলেন না শ্রীলঙ্কার জোরে বোলার দিলশান মদুশঙ্ক। তিনিই আউট করেছিলেন রোহিতকেও। এক দিনের ক্রিকেটে ৪৯তম শতরান পেলেন না কোহলি। প্রিয় ওয়াংখেড়ের ভিআইপি বক্সে বসে থাকা সচিন তেন্ডুলকর কি কিছুটা স্বস্তি পেলেন? এক দিনের ক্রিকেটে তাঁর সব থেকে বেশি শতরানের রেকর্ড আরও কিছু দিন টিকে থাকার জন্য? সচিন কী ভাবলেন জানা যায়নি। তবে শুভমন শতরান হাতছাড়া করায় হতাশ হয়েছেন সচিন-কন্যা সারা। টেলিভিশনের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে তাঁর হতাশার ছবি। কোহলি-শুভমনের জোড়া দাপুটে ইনিংসে সচিন স্বস্তি পেলেও সারা হয়তো পেলেন না।

স্বস্তি অবশ্য পেল ভারতীয় শিবির। সেই স্বস্তির নাম শ্রেয়স আয়ার। ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে এক মাত্র তিনিই রান পাচ্ছিলেন না। ঘরের চেনা মাঠে চেনা মেজাজে দেখা গেল কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ককে। ওয়াংখেড়ের ২২ গজে শ্রেয়সের সামনেও ভোঁতা হয়ে গেল শ্রীলঙ্কা বোলিং আক্রমণ। ৩টি চার এবং ৬টি ছক্কার সাহায্যে তাঁর ৫৬ বলে ৮১ রানের ইনিংস ভারতের রানকে নিয়ে চলে গেল শ্রীলঙ্কার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাঁকেও আউট করলেন মদুশঙ্ক। রোহিতের মতোই ঘরের মাঠে রান পেলেন না সূর্যকুমার যাদবও (১২)। তাঁকেও আউট করলেন মদুশঙ্ক। ভারতীয় ব্যাটারদের দাপটের মধ্যেও ৫ উইকেট শ্রীলঙ্কার জোরে বোলারের। যদিও খরচ করতে হল ৮০ রান। তাতেই নির্বিষ হয়ে গেল তাঁর ৫ উইকেটের কৃতিত্ব। ভারতীয় ইনিংসের শেষ দিকে কেকের উপর চেরি বিছিয়ে দিল রবীন্দ্র জাডেজার ২৪ বলে ৩৫ রানের ইনিংস।

৮ রানের জন্যে শতরান হাতছাড়া শুভমনের

ফেরার সময় সান্ত্বনা দিলেন সচিন-কন্যা সারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে প্রথম শতরানের দিকে এগোচ্ছিলেন দারুণ ভাবেই। কিন্তু ৯২ রানের মাথায় খারাপ শট খেলে ফিরলেন শুভমন গিল। বিশ্বকাপের শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার শুভমনের শতরান এল না ঠিকই, কিন্তু আগ্রাসী খেলে মন জয় করে নিলেন ভারতের ওপেনার। আউট হয়ে শুভমন সাজঘরে ফেরার সময় উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলেন সারা তেন্ডুলকর, যাঁর সঙ্গে শুভমনের সম্পর্ক নিয়ে অনেক চর্চাই চলছে।

চলতি বিশ্বকাপে প্রথম দু'টি ম্যাচে ডেঙ্গির জন্যে খেলতে পারেননি শুভমন। পাকিস্তান ম্যাচে ফেরার পর থেকে একটিই অর্ধশতরান পাওয়া গিয়েছে তাঁর ব্যাট থেকে। বৃহস্পতিবার দাপুটে খেলে অর্ধশতরান করার পর থেকেই মুম্বইবাসী প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছিল শুভমনের শতরানের। বিশেষত যেখানে গ্যালারিতে সারা এবং সচিন তেন্ডুলকর হাজির রয়েছেন। শুভমন খেলছিলেনও সে ভাবেই।

প্রথম দিকে শ্রীলঙ্কার বোলারেরা দাপট দেখানোর সময় তাঁদের সময় দিয়েছিলেন শুভমন। অকারণে তাড়াহুড়ো করতে যাননি। ক্রিকেটীয় শট খেলে খুচরো রান নেওয়ার দিকে জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রিজে এক বার থিতু হয়ে যাওয়ার পর আর তাঁকে থামানো যায়নি। একের পর এক দর্শনীয় শট খেলতে থাকে। রান আসতে থাকে। স্ট্রাইক রেটও বাড়তে থাকে।

কোহলির থেকে রানে অনেকটাই পিছিয়ে থাকলেও আগ্রাসী খেলে তাঁকে ছুঁয়ে ফেলেন এবং পেরিয়েও যান। এক সময় মনে হচ্ছিল আগে শুভমনই শতরান করবেন।

কিন্তু ৯২ রানের মাথায় বিপর্যয়। ধীরগতির বল করেছিলেন দিলশান মদুশঙ্ক। বুকের উপরে আসা বল উইকেটকিপারের মাথায় উপর দিয়ে হয়তো বাউন্ডারিতে পাঠাতে গিয়েছিলেন শুভমন। কিন্তু ব্যাটে হালকা ছোঁয়া লেগে বল জমা পড়ে উইকেটকিপার কুশল মেন্ডিসের হাতে। তখনই ক্যামেরা ধরে দর্শকাসনে বসে থাকা সারাকে। তিনি দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেন।

ইডেনে টিকিটের হাহাকার

সৌরভ সব দায় চাপালেন জয় শাহের ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের উপর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের টিকিট নিয়ে হাহাকার চলছে। বিক্ষোভ করছেন বাংলার ক্রিকেট সংস্থার (সিএবি) সদস্যেরা। এমন অবস্থায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানালেন যে, বিশ্বকাপের এই টিকিটের দায়িত্ব ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই)। সিএবি-র এখানে কিছু করার নেই বলেও জানালেন বিসিসিআই-এর প্রাক্তন প্রধান। টিকিট নিয়ে যাবতীয় দায়িত্ব বোর্ডের ঘাড়ে ফেললেন সৌরভ। বোর্ডের সচিব জয় শাহ। যাঁর সঙ্গে সৌরভের সম্পর্ক খুব মসৃণ নয় বলেই শোনা যায়।

বৃহস্পতিবার ইডেনে এসেছিলেন সৌরভ। সেখানে তিনি বললেন, তটিকিটের দায়িত্ব ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের। সিএবি-র সদস্যেরা টিকিট না পেলেও কিছু করার নেই। তা-ও তো সিএবি ৩০০০ টিকিট দিয়েছে সদস্যদের।দ ২০১৯ সালে ভারতীয় বোর্ডের সভাপতি হয়েছিলেন সৌরভ। গত বছর তাঁকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় রজার বিন্নীকে। সৌরভের সময়েও সচিব ছিলেন জয় শাহ। এখনও বোর্ডের সচিবের দায়িত্বে তিনিই।

রবিবার ভারতের ম্যাচের টিকিট নিয়ে কালোবাজারি হচ্ছে বলেও অভিযোগ। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করেছে অনেককে। সেই প্রসঙ্গে সৌরভ বললেন, তসিএবি-র পক্ষে টিকিটের কালোবাজারি আটকানো সম্ভব নয়। তারা তো আর মহমেডান মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না। এই দায়িত্ব

পুলিশকেই নিতে হবে।

বেশ কিছু দিন ধরেই টিকিট নিয়ে বিক্ষোভ চলছে। বৃহস্পতিবারও বিক্ষোভ হয়েছে। ঘোড়সওয়ার পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেন। ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের (এনসিসি) সদস্যদের টিকিট দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছিল যে, আগে এলে আগে পাবে এই ভিত্তিতে টিকিট দেওয়া হবে। স্বাভাবিক ভাবেই বেশ কিছু সদস্য টিকিট পাননি। টিকিট দেওয়া হচ্ছিল ইডেনের ১৩ নম্বর গেট থেকে। টিকিট না পেয়ে বেশ কিছু সদস্য বিক্ষোভ জানাতে শুরু করেন।

বুধবার সিএবি-র কর্তাদের বিরুদ্ধে ময়দান থানায় অভিযোগ করেছিলেন এক ক্রীড়াপ্রেমী। তাঁর অভিযোগ, অনলাইনে যে সংস্থা বিশ্বকাপের ম্যাচগুলির টিকিট বিক্রি করছে তারা এবং তাদের সঙ্গে বাংলার ক্রিকেট সংস্থা এবং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারা টিকিট সরিয়ে দিয়েছেন। সেই টিকিট কালোবাজারে চলে গিয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। সেই প্রসঙ্গে কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল বললেন, তটিকিটের কালোবাজারি নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ৫৫টা টিকিট বাজেয়প্ত করা হয়েছে। সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার যে অভিযোগ জমা পড়েছিল, তাতে সিএবি উত্তর দিয়েছে। কিন্তু আমাদের আরও বিশদে জানতে হবে। আমরা তাই আবার উত্তর দিতে বলেছি। কী ভাবে টিকিট বুক করা হয় সেটাও জানতে হবে। সিএবি এবং যে সংস্থার মাধ্যমে টিকিট কাটা হয়েছে, তাদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে।

কলকাতার নগরপাল রবিবারের ম্যাচের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে বললেন, তভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের জন্য বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্রুত স্টেডিয়ামে মানুষদের ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার দিকটা আমাদের কাছে সব থেকে বেশি গুরুত্ব পাবে। সেই অনুযায়ী রাস্তার যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ৪০০০ পুলিশকর্মী সেই দিন ম্যাচের দায়িত্বে থাকবেন।

বিশ্বকাপের মাঝে চিন্তা ভারতের বায়ুদূষণ

বাঁচতে ইনহেলার নিচ্ছেন ইংরেজ ক্রিকেটারেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের মাঝেই ভারতের বিভিন্ন শহরে চলছে বিশ্বকাপের ম্যাচ। দিল্লি এবং মুম্বইয়ে বায়ুদূষণের কারণে ইতিমধ্যেই আতশবাজির প্রদর্শন বন্ধ করেছে বিসিসিআই। এর মধ্যেই জানা গেল, দূষণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে 'ইনহেলার' ব্যবহার করছেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারেরা। একটি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে এই খবর প্রকাশ করা হয়েছে।

সাধারণত 'অ্যাজমা' রোগীদের চিকিৎসার কারণে ইনহেলার ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতের দূষণ থেকে বাঁচতে ক্রিকেটারেরাও এর সাহায্য নিচ্ছেন। ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের আগে ইনহেলার নিতে দেখা গিয়েছিল স্টোকসকে। দলের আরও অনেক ক্রিকেটার তা ব্যবহার করেছেন বলে খবর। দিল্লির দূষণের মাত্রা এখনও ৪০০ ছাড়িয়েছে, যা গুরুতর। তবে এখন ইংল্যান্ড রয়েছে আমদাবাদে। সেখানে দূষণের মাত্রা কম বলে ইনহেলার নিতে হচ্ছে না। মুম্বইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারের পর দূষণ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল জো রুটকে। তিনি জানান, দলের হারের পিছনে সেটি কোনও ভাবেই দায়ী নয়। রুট বলেন, আমাঝেমাঝে একটু শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। সেটা বায়ুদূষণের কারণে কি না বোঝা সম্ভব নয়। তবে দিনটা ধোঁয়াটে ছিল। মাঠের একধারে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে তাকালে সেটা বোঝাও যাচ্ছিল।দ

মুম্বইয়ে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের আগের দিন দূষণ নিয়ে কথা বলেন রোহিতও। ভারত অধিনায়কের কথায়, তএই পরিস্থিতি মোটেও ভাল নয়। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, আমার-আপনার সন্তানদের জন্য কী রেখে যাচ্ছি আমরা? ওরা যেন কোনও ভাবে আতঙ্কে না বাঁচে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে হবে আমাদের।" তবে সেই সঙ্গে রোহিত আশাবাদী যে সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে।

ব্রাজিল ফুটবলে বড় ধাক্কা কোপা আমেরিকায় না-ও খেলতে পারেন নেমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছর কোপা আমেরিকার আগে বড় ধাক্কা ব্রাজিল ফুটবলে। অস্ত্রোপচারের পর দীর্ঘ দিন মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে নেমারকে। ফলে হয়তো কোপা আমেরিকায় পাওয়া যাবে না তাঁকে।

১৮ অক্টোবর ব্রাজিলের হয়ে খেলতে গিয়েই চোট পান নেমার। চোখের জলে মাঠ ছাড়েন তিনি। তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটুর অ্যান্টেরিয়র ক্রুশিয়েট লিগামেন্ট (এসিএল) ছিঁড়েছে। ব্রাজিল ফুটবল সংস্থা জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার তাঁর অস্ত্রোপচার হবে। ফলে বেশ কয়েক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। চলতি মাসেই বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের খেলায় কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে ব্রাজিলের। সেই দু'টি ম্যাচে তো বটেই, আগামী বছর কোপা আমেরিকায় তাঁকে পাওয়া যাবে কি না তা নিয়ে সংশয় দেখা গিয়েছে। চোট পাওয়ার পর নেমার সমাজমাধ্যমে লেখেন, তখুব দুঃখের,

সবচেয়ে খারাপ মুহূর্ত। তবে আমি আশা ছাড়ছি না। এ বার আমার বন্ধুদের আরও বেশি পাশে দরকার। চোট এবং অস্ত্রোপচারের সময়টা মোটেই সহজ নয়। আবার চারটে মাস বাইরে বসে কাটাতে হবে এটা ভাবলেই খারাপ লাগছে। এই বিশ্বাসটাও রয়েছে যে শক্তিশালী হয়ে ফিরতে পারব। নেমার চার মাস বললেও আরও বেশি দিন মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তাঁকে।

চোট আর নেমার ইদানীং কার্যত সমার্থক হয়ে গিয়েছে। স্যান্টোস বা বার্সেলোনায় খেলার সময় বিরাট বড় চোট পাননি। কিন্তু প্যারিস সঁ জরমঁ-তে থাকাকালীন বহু বার চোট পেয়েছেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে খেলতে পারেননি। এই বছরের মাঝামাঝি তিনি যোগ দিয়েছেন সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে। সেখানে কিছু ম্যাচ খেলতে না খেলতেই আবার বড় চোট পেয়েছেন। ফলে আগামী কয়েক মাসও তাঁর খেলা হবে না।

ইডেনে নামার আগেই প্রথম দল হিসাবে সেমিফাইনালে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের প্রথম দল হিসাবে সেমিফাইনালে চলে গেল ভারত। এ বারের প্রতিযোগিতায় সাতটির মধ্যে সাতটি ম্যাচেই জিতল তারা। ভারতের পয়েন্ট হল ১৪। পরের দু'টি ম্যাচে হারলেও ভারত এক থেকে চারের মধ্যে কোনও একটি জায়গায় নিশ্চিত ভাবেই শেষ করবে। ভারতকে সরানোর সম্ভাবনা আর কোনও দলের নেই।

বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৩০২ রানে জিতেছে ভারত। মহম্মদ শামি, যশপ্রীত বুমরা এবং মহম্মদ সিরাজের জোরে বোলিংয়ের সামনে কোনও বাধাই গড়ে তুলতে পারেননি শ্রীলঙ্কার ব্যাটারেরা। এক সময় মনে হচ্ছিল লজ্জার হার দেখতে হবে শ্রীলঙ্কাকে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**